পারা ৮

﴿١١١﴾ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَٰٓئِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَىٰ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ

১১১। অলাও আন্নানা-নায্‌যাল্‌না ~ ইলাইহিমুল্ মালা — য়িকাতা অকাল্লামাহুমুল্ মাওতা-অহাশার্‌না-'আলাইহিম্ কুল্লা

(১১১) আর আমি তাদের কাছে ফেরেশ্‌তা পাঠালে, তাদের সঙ্গে মৃতেরা কথা বললে এবং সব বস্তু তাদের সামনে

شَيْءٍ قُبُلًا مَّا كَانُوا لِيُؤْمِنُوٓا إِلَّآ أَن يَشَآءَ اللَّهُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ *

শাইয়িন্ কুবুলাম্ মা-কা-নূ লিইয়ু'মিনূ ~ ইল্লা ~ আইঁ ইয়াশা — য়াল্লা-হু অলা-কিন্না আক্‌ছারাহুম্ ইয়াজ্‌হালূন্।

একত্র করলেও তারা ঈমান আনবে না, অবশ্য আল্লাহ যদি ইচ্ছা করেন, তবে অন্য কথা, কিন্তু তাদের বেশির ভাগই অজ্ঞ।

﴿١١٢﴾ وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَٰطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ

১১২। অকাযা-লিকা জ্বা'আল্‌না- লিকুল্লি নাবিয়্যিন্ 'আদুওয়্যান্ শাইয়া-ত্বীনাল্ ইন্‌সি অল্‌জ্বিন্নি ইয়ূহী বা'দ্বুহুম্

(১১২) এভাবে প্রত্যেক নবীর জন্য শয়তানরূপী মানুষ ও জ্বিন সৃষ্টি করেছি, একে অপরকে প্রতারণার জন্য

إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا ۚ وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا

ইলা- বা'দ্বিন্ যুখ্‌রুফাল্ ক্বাওলি গুরূরা-; অলাও শা — য়া রব্বুকা মা-ফা'আলূহু ফাযার্‌হুম্ অমা-

চমকপ্রদ বাক্য ব্যয় করে, আপনার রব ইচ্ছা করলে এমন করতে পারত না; সুতরাং তাদের মিথ্যা রটনা

يَفْتَرُونَ ﴿١١٣﴾ وَلِتَصْغَىٰٓ إِلَيْهِ أَفْـِٔدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ

ইয়াফ্‌তারূন্। ১১৩। অলিতাছ্‌গা ~ ইলাইহি আফ্‌য়িদাতুল্লাযীনা লা-ইয়ু'মিনূনা বিল্ আ-খিরাতি অলিইয়ার্‌দ্বোয়াওহু

বর্জন করুন। (১১৩) যারা পরকালে ঈমান রাখে না তাদের মন যেন তাদের প্রতি ঝুঁকে, যেন তারা রাযী হয় এবং যেন

وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُم مُّقْتَرِفُونَ ﴿١١٤﴾ أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِيٓ أَنزَلَ

অলিইয়াকু্‌তারিফূ মা- হুম্ মুকু্‌তারিফূন্। ১১৪। আফাগাইরাল্লা-হি আব্‌তাগী হাকামাওঁ অহুঅল্লাযী ~ আন্‌যালা

তাদের মত অপকর্ম করে।(১১৪) তবে কি আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন বিচারক খুঁজব? অথচ তিনি বিস্তারিত

إِلَيْكُمُ الْكِتَٰبَ مُفَصَّلًا ۚ وَالَّذِينَ ءَاتَيْنَٰهُمُ الْكِتَٰبَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن

ইলাইকুমুল্ কিতা-বা মুফাছ্‌ছলা-; অল্লাযীনা আ-তাইনা-হুমুল্ কিতা-বা ইয়া'লামূনা আন্নাহূ মুনায্‌যালুম্ মির্

কিতাব অবতীর্ণ করেছেন; আর আমি যাদেরকে কিতাব দিয়েছি তারা জানে যে, তা অবতীর্ণ হয়েছে আপনার

رَّبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴿١١٥﴾ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا ۚ

রব্বিকা বিল্‌হাক্বি ফালা-তাকূনান্না মিনাল্ মুম্‌তারীন্। ১১৫। অতাম্মাত্ কালিমাতু রব্বিকা ছিদ্‌ক্বাওঁ অ'আদ্‌লা-;

রবের পক্ষ থেকে সত্যসহ, আপনি সন্দিহান হবেন না। (১১৫) আপনার রবের বাণী পরিপূর্ণ সত্য ও ন্যায়ের

আয়াত-১১৫ ঃ এর দ্বারা কোরআন মজীদকে বুঝানো হয়েছে। কোরআনের গোটা বিষয়বস্তু দু প্রকার। কোরআনের এ দু প্রকার বিষয়বস্তু সম্পর্কে দু অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ কোরআনে যেসব ঘটনা, ওয়াদা, অবস্থা, ভীতি বর্ণিত হয়েছে, সেগুলো সবই সত্য ও নির্ভুল। আর খোদায়ী বিধান সুবিচার ও সমতার উপর নির্ভরশীল। এতে কারো প্রতি অবিচার নেই এবং এমন কোন কঠোরতাও নেই যা মানুষ সহ্য করতে পারে না। তাছাড়া আল্লাহর কালামের কোন পরিবর্তনকারী নেই। না ভুল প্রমাণিত হওয়ার কারণে এর কোন পরিবর্তন হয়েছে আর না জোর করে কেউ এর কোন পরিবর্তন করতে সক্ষম হয়েছে। এই কোরআন রহিত বা বিকৃত হওয়ার কোন আশংকা নেই। (মাঃ কোঃ)

لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِهٖ ۚ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿١١٦﴾ وَاِنْ تُطِعْ اَكْثَرَ مَنْ فِى الْاَرْضِ

লা-মুবাদ্দিলা লিকালিমা-তিহী অহুঅস্ সামী'উল 'আলীম্। ১১৬। অইন্ তুত্বি' আক্‌ছারা মান্ ফিল্ আরদ্বি

দিক দিয়ে তাঁর বাক্যের কোন পরিবর্তনকারী নেই, তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ। (১১৬) দুনিয়ার অধিকাংশের কথা মানলে তারা

يُضِلُّوْكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ اِنْ يَّتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ وَاِنْ هُمْ اِلَّا يَخْرُصُوْنَ ﴿١١٧﴾ اِنَّ

ইয়ুদ্বিল্লূকা 'আন্ সাবীলিল্লা-হ্; ইঁইয়াত্তাবি'ঊনা ইল্লাজ্জোয়ান্না অইন হুম্ ইল্লা-ইয়াখ্‌রুছূন্।১১৭। ইন্না

আপনাকে আল্লাহ্‌র পথ হতে বিচ্যুত করবে; তারা তো কল্পনার অনুসারী, তারা মনগড়া কথা বলে। (১১৭) তাঁর

رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ مَنْ يَّضِلُّ عَنْ سَبِيْلِهٖ ۚ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ ﴿١١٨﴾ فَكُلُوْا مِمَّا

রব্বাকা হুঅ 'আলামু মাইঁ ইয়াদ্বিল্লু 'আন্ সাবীলিহী অহুঅ আ'লামু বিল্‌মুহ্‌তাদীন্। ১১৮। ফাকুলূ মিম্মা-

পথ হতে কে বিচ্যুত হয়, আপনার রব তা ভাল জানেন, আর হিদায়াত প্রাপ্তদেরকেও জানেন। (১১৮) অতঃপর খাও

ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ اِنْ كُنْتُمْ بِاٰيٰتِهٖ مُؤْمِنِيْنَ ﴿١١٩﴾ وَمَا لَكُمْ اَلَّا تَاْكُلُوْا مِمَّا

যুকিরাস্ মুল্লা-হি 'আলাইহি ইন্ কুন্‌তুম বিআ-ইয়া-তিহী মু''মিনীন্। ১১৯। অমা-লাকুম্ আল্লা- তা''কুলূ মিম্মা-

আল্লাহর নামে যবেহকৃত বস্তু। যদি তোমরা তাঁর আয়াতে বিশ্বাসী হও। (১১৯) কি হল যে, তোমরা খাবে না

ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ اِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ اِلَيْهِ ؕ

যুকিরাস্‌মুল্লা-হি 'আলাইহি অক্বাদ্ ফাছ্‌ছলা লাকুম্ মা- হাররামা 'আলাইকুম্ ইল্লা-মাদ্বতুরির্‌তুম্ ইলাইহ্';

আল্লাহ্‌র নামের বস্তু অথচ নিষিদ্ধ বিষয় তো তিনি বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন। তবে তোমরা যদি নিরুপায় হও, তবে

وَاِنَّ كَثِيْرًا لَّيُضِلُّوْنَ بِاَهْوَآئِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ؕ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِيْنَ ٭

অইন্না কাছীরাল্ লাইয়ুদ্বিল্লূনা বিআহ্‌ওয়া — য়িহিম্ বিগাইরি 'ইল্‌ম; ইন্না রব্বাকা হুঅ আ'লামু বিল্ মু'তাদীন্

অন্য কথা; অনেকে না জেনে ধারণার বশবর্তী হয়ে অন্যকে পথচ্যুত করে, আপনার রব সীমালংঘনকারীদের চিনেন।

﴿١٢٠﴾ وَذَرُوْا ظَاهِرَ الْاِثْمِ وَبَاطِنَهٗ ؕ اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْسِبُوْنَ الْاِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا

১২০। অযারূ জোয়াহিরাল্ ইছ্‌মি অবা-ত্বিনাহ্; ইন্নাল্লাযীনা ইয়াক্‌ছিবূনাল্ ইছ্‌মা সাইয়ুজ্‌যাওনা বিমা-

(১২০) প্রকাশ্য ও গোপন পাপ বর্জন কর; নিশ্চয়ই যারা পাপ করে শীঘ্রই তাদেরকে শাস্তি দেয়া হবে তাদের

كَانُوْا يَقْتَرِفُوْنَ ﴿١٢١﴾ وَلَا تَاْكُلُوْا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَاِنَّهٗ لَفِسْقٌ ؕ

কা-নূ ইয়াক্ব্‌তারিফূন্। ১২১। অলা- তা''কুলূ মিম্মা- লাম্ ইয়ুয্‌কারিস্‌মুল্লা-হি 'আলাইহি অইন্নাহূ লাফিস্‌ক্ব্;

কৃতকর্মের কারণে। (১২১) যে বস্তুতে আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারিত হয় নি এমন বস্তু তোমরা খেয়ো না; অবশ্যই তা পাপ;

وَاِنَّ الشَّيٰطِيْنَ لَيُوْحُوْنَ اِلٰٓى اَوْلِيٰٓئِهِمْ لِيُجَادِلُوْكُمْ ۚ وَاِنْ اَطَعْتُمُوْهُمْ

অইন্নাশ্ শাইয়া-ত্বীনা লাইয়ূহূনা ইলা ~ আওলিয়া — য়িহিম্ লিইয়ুজ্বা-দিলূকুম্ অইন্ আত্বোয়া'তুমূহুম্

আর শয়তান তার বন্ধুদেরকে তোমাদের সঙ্গে বিতর্ক করতে উস্কানী দেয়; তোমরা তাদের কথা মানলে

১৪ ع ১১ ১ রুকু

إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ﴿١٢٢﴾ أَوَمَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَٰهُ وَجَعَلْنَا لَهُۥ نُورًا يَمْشِى

ইন্নাকুম্ লামুশ্রিকূন্। ১২২। অঅ মান্ কা-না মাইতান্ ফাআহ্ইয়াইনা-হু অজ্বা'আল্না-লাহূ নূরাইঁ ইয়াম্শী

মুশরিক হয়ে যাবে। (১২২) যে মৃত ছিল, পরে আমি তাকে জীবিত করেছি, তাকে চলার জন্য আলো দিয়েছি, যা নিয়ে

بِهِۦ فِى ٱلنَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُۥ فِى ٱلظُّلُمَٰتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا ۚ كَذَٰلِكَ زُيِّنَ

বিহী ফিন্না-সি কামাম্ মাছালুহূ ফিজ্ জুলুমা-তি লাইসা বিখা-রিজ্বিম্ মিন্হা-; কাযা-লিকা যুইয়্যিনা

সে মানুষের মাঝে বিচরণ করে, সে কি ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে অন্ধকারে নিমজ্জিত এবং তথা থেকে বের হতে পারে না? এভাবেই

لِلْكَٰفِرِينَ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿١٢٣﴾ وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا فِى كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَٰبِرَ

লিল্কা-ফিরীনা মা- কা-নূ ইয়া'মালূন্। ১২৩। অকাযা-লিকা জ্বা'আল্না- ফী কুল্লি ক্বারইয়াতিন্ আকা-বিরা

কাফিরদের কৃতকর্ম তাদের দৃষ্টিতে সুন্দর করা হয়েছে। (১২৩) এভাবে প্রত্যেক জনপদে বড় বড় অপরাধী রেখেছি,

مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا۟ فِيهَا ۖ وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿١٢٤﴾ وَ

মুজ্ রিমীহা-লিইয়াম্কুরূ ফীহা-; অমা- ইয়াম্কুরূনা ইল্লা-বিআন্ফুসিহিম্ অমা- ইয়াশ্'উরূন্। ১২৪। অ

যেন চক্রান্ত করতে পারে, তবে তাদের চক্রান্ত নিজেদের বিরুদ্ধেই হয়, অথচ তারা বুঝেই না। (১২৪) আর

ওয়াকুফে লাযেম

إِذَا جَآءَتْهُمْ ءَايَةٌ قَالُوا۟ لَن نُّؤْمِنَ حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَآ أُوتِىَ رُسُلُ ٱللَّهِ ۘ

ইযা- জ্বা — য়াত্হুম্ আ-ইয়াতুন্ ক্বা-লূ লান্ নু''মিনা হাত্তা-নু''তা-মিছ্লা মা ~ উতিয়া রুসুলুল্লা-হ্;

যখন তাদের নিকট কোন নিদর্শন আসে তখন বলে, আল্লাহর রাসূলদের মত আমাদেরকে নিদর্শন না দিলে আমরা

ওয়াকুফে মনযিল

ٱللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُۥ ۗ سَيُصِيبُ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُوا۟ صَغَارٌ عِندَ ٱللَّهِ

আল্লা-হু আ'লামু হাইছু ইয়াজ্ব'আলু রিসা-লাতাহ্; সাইয়ুছীবুল্লাযীনা আজ্ রামূ ছোয়াগা-রুন্ 'ইন্দাল্লা-হি

ঈমান আনব না। আর রিসালাত কাকে দেবেন তা আল্লাহ্ই ভালো জানেন, অপরাধীদের জন্য আল্লাহর নিকট লাঞ্ছনা আছে,

وَعَذَابٌ شَدِيدٌۢ بِمَا كَانُوا۟ يَمْكُرُونَ ﴿١٢٥﴾ فَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يَهْدِيَهُۥ يَشْرَحْ

অ'আযা-বুন শাদীদুম্ বিমা- কা-নূ ইয়াম্কুরূন্। ১২৫। ফামাইঁ ইয়ুরিদিল্লা-হু আইঁ ইয়াহ্দিয়াহূ ইয়াশ্রাহ্

আর আছে তাদের চক্রান্তের কারণে কঠোর শাস্তি। (১২৫) আল্লাহ যাকে হিদায়াত দিতে চান, তার বক্ষ ইসলামের

صَدْرَهُۥ لِلْإِسْلَٰمِ ۖ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُۥ يَجْعَلْ صَدْرَهُۥ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا

ছোয়াদ্রাহূ লিল্ইস্লা-মি অমাইঁ ইয়ুরিদ্ আইঁ ইয়ুদ্বিল্লাহূ ইয়াজ্ 'আল ছোয়াদ্রাহূ দ্বোয়াইয়্যিক্বান্ হারাজ্বান কাআন্নামা-

জন্য খুলে দেন। আর যাকে ভ্রষ্ট করতে চান, তার মনকে সংকীর্ণ করে দেন, মনে হয় সে যেন সবেগে

শানেনুযুল ঃ আয়াত- ১২২ ঃ একদা হুযুর (ছঃ) এর প্রতি আবুজাহেল গরুর মল নিক্ষেপ করেছিল। রাসূলুল্লাহ (ছ)-এর চাচা হযরত হামযা (রাঃ), তখনও মুসলমান হন নি; তাঁর এক দাসী তাকে আবূ জাহেলের উক্ত অসদাচরণের সংবাদ দিয়েছিল। তিনি অগ্নিশর্মা হয়ে আবূ জাহেলকে ধনুক দিয়ে মারলেন আবূ জাহেল তখন মিনতি করে বলতে লাগল, হে আবূ 'আলা আপনি জানেন, মুহাম্মদ কিরূপ আশ্চর্য কথা বলে, যদ্দারা আমাদের বিবেক পর্যন্ত অকর্মণ্য হয়ে যায় এবং সে আমাদের মা'বুদ সমূহের সমালোচনা করে এবং আমাদের পূর্ব পুরুষদের ধর্মের বিরোধিতা করে। তখন হযরত হামযা বলে উঠলেন, তোমাদের অপেক্ষা অথর্ব ও অধিক বোকা কে আছে?

يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ ۚ كَذَٰلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ *

ইয়াছ্ ছোয়া'ইয়্যা'দু ফি সামা — য়ি; কাযা-লিকা ইয়াজ্‌'আলু ল্লা-হুর্ রিজ্‌সা 'আলাল্লাযীনা লা-ইয়ু'' মিনূন্।
আরোহণ করবে আকাশে, এভাবেই আল্লাহ্ যারা ঈমান আনে না তাদের উপর কলঙ্ক চাপিয়ে দেন।

(١٢٥) وَهَٰذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا ۗ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ (١٢٦) لَهُمْ دَارُ

১২৬। অ হা-যা-ছিরা-ত্বু রব্বিকা মুস্‌তাক্বীমা-;ক্বাদ্ ফাছ্‌ছোয়াল্‌নাল্ আ-ইয়া-তি লিক্বাওমিঁই ইয়ায্‌যাক্কারূন্। ১২৭। লাহুম্ দা-রুস্
(১২৬) আর এটাই আপনার রবের সঠিক পথ; উপদেশ গ্রহণকারীদের জন্য নিদর্শনসমূহ বর্ণনা করেছি। (১২৭) তাদের জন্য

السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۖ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (١٢٧) وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ۚ

সালা-মি 'ইন্‌দা রব্বিহিম্ ওয়া হুঅ অলিয়্যুহুম্ বিমা- কা-নূ- ইয়া'মালূন্। ১২৮। অ ইয়াওমা ইয়াহ্‌শুরুহুম্ জ্বামী'আন্
রয়েছে শান্তির আবাস রবের কাছে তাদের কর্মকাণ্ডের জন্য তিনিই অভিভাবক। (১২৮) যে দিন সকলকে একত্রিত করবেন

يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ ۖ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا

ইয়া-মা'শারাল্ জ্বিন্নি ক্বাদিস্‌তাক্‌সার্‌তুম্ মিনাল্ ইন্‌সি অক্বা-লা আওলিয়া — উ হুম্ মিনাল্ ইন্‌সি্ রব্বানাস্
সে দিন বলবেন, হে জিন জাতি! বহু মানুষকে তোমরা অনুগত করলে; তাদের মানুষ বন্ধুরা বলবে, হে রব! আমরা পরস্পরের

اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا ۚ قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ

তাম্‌তা'আ বা'দ্বুনা-বিবা'দ্বিওঁ অবালাগ্‌না ~ আজ্বালানা ল্লাযী ~ অজ্জ্বাল্‌তা লানা-; ক্বা-লান্না-রু মাছ্‌ওয়া-কুম
দ্বারা উপকৃত হয়েছি; তোমার নির্ধারিত সময়ে আমরা উপনীত হয়েছি। সে দিন আল্লাহ বলবেন, আগুন তোমাদের বাসস্থান,

خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ۗ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ (١٢٨) وَكَذَٰلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ

খা-লিদীনা ফীহা ~ ইল্লা-মা-শা — য়াল্লা-হ্; ইন্না রব্বাকা হাকীমুন 'আলীম্। ১২৯। অকাযা-লিকা নুঅল্লী বা'দ্বোয়াজ্
১৫ সর্বদা সেখানে থাকবে, তবে আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে ভিন্ন কথা; নিশ্চয়ই আপনার রব কৌশলী, জ্ঞানী। (১২৯) এভাবে আমি

ع ৮ ২ রুকু

الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (١٢٩) يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ

জোয়া-লিমীনা বা'দ্বোয়াম্ বিমা- কা-নূ ইয়াক্‌সিবূন্। ১৩০। ইয়া-মা'শারাল্ জ্বিন্নি অল্ ইন্‌সি আলাম্ ইয়া''তিকুম্
যালিমদের পরস্পরের অভিভাবক করি তাদের কর্মের জন্য। (১৩০) হে জিন ও মানুষ। তোমাদের কাছে কি তোমাদের মধ্য

رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا ۚ قَالُوا

রুসুলুম্ মিনকুম্ ইয়াক্বুছ্‌ছূনা 'আলাইকুম্ আ-ইয়া-তী অইয়ুন্‌যিরূনাকুম্ লিক্বা ~ য়া। ইয়াওমিকুম্ হা-যা-; ক্বা-লূ
থেকে রাসূল আসেন নি? যারা আয়াত বর্ণনা করতেন, আর এ দিনের সাক্ষাতের ব্যাপারে সতর্ক করতেন, তারা বলবে,

شَهِدْنَا عَلَىٰ أَنْفُسِنَا ۖ وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا

শাহিদ্‌না-'আলা ~ আন্‌ফুসিনা-অগাররাত্‌হুমুল্ হাইয়া-তুদ্দুন্‌ইয়া- অশাহিদূ 'আলা ~ আন্‌ফুসিহিম্ আন্নাহুম্ কা-নূ
আমরা স্বীয় অপরাধ স্বীকার করলাম, পার্থিব জীবন তাদেরকে প্রতারিত করেছিল; তারাই নিজেদের বিরুদ্ধে এ কথা স্বীকার

كٰفِرِيْنَ ﴿١٣١﴾ ذٰلِكَ اَنْ لَّمْ يَكُنْ رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرٰى بِظُلْمٍ وَّاَهْلُهَا غٰفِلُوْنَ *

কা-ফিরীন্‌। ১৩১। যা-লিকা আল্লাম্‌ ইয়াকুর্‌ রব্বুকা মুহ্‌লিকাল্‌ ক্বু-রা- বিজুল্‌মিওঁ অআহ্‌লুহা- গা-ফিলূন।

করবে যে, তারা কাফির ছিল। (১৩১) কেননা, রব কোন জনপদকে জুলুমের কারণে ধ্বংস করেন না। যার অধিবাসী বেখবর থাকে।

﴿١٣٢﴾ وَلِكُلٍّ دَرَجٰتٌ مِّمَّا عَمِلُوْا ؕ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٣٣﴾ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ

১৩২। অলিকুল্লিন্‌ দারাজ্বা-তুম্‌ মিম্মা- 'আমিলূ ; অমা-রব্বুকা বিগা-ফিলিন্‌ 'আম্মা- ইয়া'মালূন্‌ ১৩৩। অ রব্বুকাল্‌ গানিয়্যু

(১৩২) কাজ অনুসারে মর্যাদা হয়, তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে আপনার রব গাফিল নন। (১৩৩) আপনার রব ধনী,

ذُو الرَّحْمَةِ ؕ اِنْ يَّشَاْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْۢ بَعْدِكُمْ مَّا يَشَآءُ كَمَآ اَنْشَاَكُمْ

যুর্‌রহ্‌মাহ্‌; ইঁ ইয়াশা" ইয়ুয্‌ হিব্‌কুম্‌ অ ইয়াস্‌তাখ্‌লিফ্‌ মিম্‌ বা'দিকুম্‌ মা-ইয়াশা — উ কামা ~ আন্‌শায়াকুম্‌

দয়ালু; ইচ্ছা করলে তোমাদেরকে অপসারিত করে মনমত প্রতিনিধি রাখতে পারেন, যেমন তিনি তোমাদেরকে

مِّنْ ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ اٰخَرِيْنَ ﴿١٣٤﴾ اِنَّ مَا تُوْعَدُوْنَ لَاٰتٍ ۙ وَّمَآ اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ *

মিন্‌ যুর্‌রিয়্যাতি ক্বাওমিন্‌ আ-খারীন্‌। ১৩৪। ইন্না মা- তূ'আদূনা লাআ-তিওঁ অমা ~ আন্‌তুম্‌ বিমু'জ্বিযীন্‌।

অন্য বংশ হতে সৃষ্টি করেছেন। (১৩৪) তোমাদের সঙ্গে কৃত ওয়াদা ঘটবেই আর তোমরা তা ঠেকাতে পারবে না।

﴿١٣٥﴾ قُلْ يٰقَوْمِ اعْمَلُوْا عَلٰى مَكَانَتِكُمْ اِنِّيْ عَامِلٌ ۚ فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۙ مَنْ

১৩৫। ক্বুল্‌ ইয়া- ক্বাওমি'মালূ 'আলা- মাকা-নাতিকুম্‌ ইন্নী'আ-মিলূন্‌ ফাসাওফা তা'লামূনা মান্‌

(১৩৫) বলুন, হে কাওম! স্ব স্ব স্থানে কাজ করে যাও; আমিও করছি। তোমরা অচিরেই জানতে পারবে যে, কার

تَكُوْنُ لَهٗ عَاقِبَةُ الدَّارِ ؕ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿١٣٦﴾ وَجَعَلُوْا لِلّٰهِ مِمَّا ذَرَاَ مِنَ

তাকূনু লাহূ 'আ-ক্বিবাতুদ্দা-র্‌; ইন্নাহূ লা-ইয়ুফ্‌লিহু জ্জোয়া-লিমূন্‌। ১৩৬। অজ্বা'আলূ লিল্লা-হি মিম্মা- যারায়া মিনাল্‌

পরিণাম ভাল? তবে জালিমরা সফল হবে না। (১৩৬) আর তারা নির্দিষ্ট করে আল্লাহ্‌র জন্য তাঁরই সৃষ্টি, শস্য

الْحَرْثِ وَالْاَنْعَامِ نَصِيْبًا فَقَالُوْا هٰذَا لِلّٰهِ بِزَعْمِهِمْ وَهٰذَا لِشُرَكَآئِنَا ۚ فَمَا كَانَ

হার্‌ছি অল্‌ আন্‌'আ-মি নাছীবান্‌ ফাক্বা-লূ হা-যা-লিল্লা-হি বিযা'মিহিম্‌ অহা-যা-লিশুরাকা — য়িনা-ফামা- কা-না

ও পশুর একাংশ আর কল্পনা অনুযায়ী বলে, এটা আল্লাহ্‌র অংশ এবং এটা আমাদের শরীকদের; শরীকদের

لِشُرَكَآئِهِمْ فَلَا يَصِلُ اِلَى اللّٰهِ ۚ وَمَا كَانَ لِلّٰهِ فَهُوَ يَصِلُ اِلٰى شُرَكَآئِهِمْ ؕ

লিশুরাকা — য়িহিম্‌ ফালা-ইয়াছিলু ইলাল্লা- হি অমা- কা-না লিল্লা-হি ফাহুঅ ইয়াছিলু ইলা- শুরাকা — য়িহিম্‌;

অংশ আল্লাহ্‌র কাছে পৌছে না, কিন্তু আল্লাহ্‌র অংশ শরীকদের কাছে পৌছে ১, তাদের বিচার

তোমরা আল্লাহকে বর্জন করে পাথর পূজা কর। এই শোন আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ্‌ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ (ছঃ) তাঁর বান্দাহ্‌ ও রাসূল। তখন আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতটি নাযিল করেন। যাহ্‌হাকের মন্তব্য হল, উল্লেখিত আয়াত হযরত ওমর (রাঃ) ও আবূ জাহেল সম্বন্ধে নাযিল হয়েছে। আর ইকরামা ও কালবীর মন্তব্য, এটা আম্মার বিন ইয়াছির ও আবূ জাহেল সম্বন্ধে নাযিল হয়েছে। টিকা ঃ ১. মুশরিকরা তাদের উৎপন্ন ফসল বা পশু আল্লাহ্‌ ও দেবতাদের নামে উৎসর্গ করত, ভাল অংশ নির্ধারণ করত দেবতার জন্য। দেবতাকে যে অংশ দেয়া হত তা নষ্ট হয়ে গেলে আল্লাহ্‌র অংশ নিয়ে বলত, আল্লাহ্‌ সম্পদশালী, তাদের এহেন মূর্খতা এবং অন্ধত্বকে তুলে ধরাই উল্লিখিত আয়াতের উদ্দেশ্য।

سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿١٣٧﴾ وَكَذَٰلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ

সা — য়া মা- ইয়াহ্কুমূন্ ।১৩৭। অ কাযা-লিকা যাইয়্যানা লিকাছীরিম্ মিনাল্ মুশ্রিকীনা ক্বাত্লা আওলা-দিহিম্
অত্যন্ত নিকৃষ্ট। (১৩৭) এমনি করেই মুশরিকদের শরীকরা তাদের জন্য সন্তান হত্যাকে শোভন করেছে

شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ ۖ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ ۖ فَذَرْهُمْ

শুরাকা — উহুম্ লিইয়ুর্দূ হুম্ অলিয়াল্‌বিসূ 'আলাইহিম্ দীনাহুম্; অ লাও শা — য়াল্লা- হু মা-ফা'আলুহু ফাযার্হুম্
যেন তারা ধ্বংস হয় এবং দ্বীনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়, আর যদি আল্লাহ্ চাইতেন তবে তারা এটা করত না। অতএব,

وَمَا يَفْتَرُونَ ﴿١٣٨﴾ وَقَالُوا هَٰذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَّا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن نَّشَاءُ

অমা- ইয়াফ্তারূন্। ১৩৮। অক্বা-লূ হা-যিহী ~ আন্'আ-মুঁও অহারছুন্ হিজ্রুল্ লা-ইয়াত্ব'আমুহা ~ ইল্লা- মান্ নাশা — উ
তাদেরকে মিথ্যায় ছেড়ে দিন।(১৩৮) আর তারা বলে, সব পশু ও ফসল নিষিদ্ধ; আমাদের ইচ্ছা ছাড়া কেউ খেত না।

بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَّا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً

বিযা'মিহিম্ অ আন্'আ-মুন্ হুর্রিমাত্ জুহূরুহা-অ আন্'আ-মু ল্লা- ইয়াযকুরূনাস মাল্লা-হি 'আলাইহাফ্ তিরা — য়ান্
এটা তাদের ধারণা মতে; কিছু পশুর পিঠে আরোহণ হারাম;আর কতক পশু যবেহ কালে তারা আল্লহ্র নাম নেয় না।

عَلَيْهِ ۚ سَيَجْزِيهِم بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿١٣٩﴾ وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَٰذِهِ الْأَنْعَامِ

'আলাইহ্; সাইয়াজ্‌যীহিম্ বিমা- কা-নূ ইয়াফ্তারূন্। ১৩৯। অক্বা-লূ মা-ফী বুত্বূ্নি হা-যিহিল্ আন'আ-মি
এর দ্বারা আল্লাহ্র উপর মিথ্যা আরোপই উদ্দেশ্য। মিথ্যার প্রতিফল তিনি দেবেন। (১৩৯) তারা বলে এ পশুর গর্ভে যা আছে

خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا ۖ وَإِن يَكُن مَّيْتَةً فَهُمْ فِيهِ

খা-লিছোয়াতুল্লি যুকূরিনা- অমুহাররামুন্ 'আলা ~ আয্ওয়া-জ্বিনা- অইঁ ইয়াকুম্ মাইতাতান্ ফাহুম্ ফীহি
তা আমাদের পুরুষদের জন্য নির্দিষ্ট, নারীদের জন্য অবৈধ; যদি তা মৃত হয়, তবে সবাই সমান অংশীদার।

شُرَكَاءُ ۚ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ ۚ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿١٤٠﴾ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا

শুরাকা — উ; সাইয়াজ্‌যীহিম্ অছ্‌ফাহুম্; ইন্নাহূ হাকীমুন্ 'আলীম্। ১৪০। ক্বাদ্ খাসিরাল্লাযীনা ক্বাতালূ ~
শীঘ্রই তিনি তাদের এ বলার প্রতিফলন দেবেন, তিনি বিজ্ঞ, জ্ঞানী। (১৪০) অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে তারা যারা

أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ ۚ قَدْ ضَلُّوا

আওলা- দাহুম্ সাফাহাম্ বিগাইরি 'ইল্‌মিওঁ অহার্‌রামূ মা-রাযাক্বাহুমুল্লা-হুফ্ তিরা — য়ান' আলাল্লা-হ্; ক্বাদ্ দ্বোয়াল্লূ
নির্বোধের মত না জেনে আপন সন্তান হত্যা করে, এবং আল্লাহ প্রদত্ত রিযিককে তাদের উপর হারাম করে নিয়েছে

وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿١٤١﴾ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ

অমা-কা-নূ মুহ্তাদীন্। ১৪১। অ হুঅল্লাযী ~ আনাশায়া জান্না-তিম্ মা'রূশা-তিওঁ অগাইরা মা'রূশা-তিওঁ
আল্লাহর উপর মিথ্যা বলে, নিশ্চয়ই তারা বিপথগামী, পথপ্রাপ্ত নয়। (১৪১) আর তিনিই সৃষ্টি করেছেন লতা

এক চতুর্থাংশ ১৬
ع ১১ ৩ রুকু

وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ

ওয়ান্ নাখ্লা অয্যার্'আ মুখ্তালিফান্ উকুলুহূ অয্যাইতূনা অর্রুম্মা-না মুতাশা-বিহাওঁ অগাইরা মুতাশা-বিহ্;
ও বৃক্ষ বাগান, খেজুর গাছ বিভিন্ন স্বাদের ফল-মূল, যয়তুন ও আনার, যা একে অন্যের সদৃশ ও অসদৃশ;

كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا

কুলূ মিন্ ছামারিহী ~ ইযা ~ আছ্মারা অ আ-তূ হাক্ব্ক্বাহূ ইয়াওমা হাছোয়া- দিহী অলা- তুস্রিফূ; ইন্নাহূ লা-
ফল ধরলে খাও এবং কাটার দিন তার হক গরীবদের প্রদান কর, অপচয় করবে না, নিশ্চয়ই তিনি অপচয়কারীদেরকে

يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿١٤٢﴾ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ

ইউহিব্বুল্ মুস্রিফীন্। ১৪২। অমিনাল্ আন্'আ-মি হামূলাতাওঁ অফার্শা-; কুলূ মিম্মা রাযাক্বাকুমুল্লা-হু
ভালবাসেন না। (১৪২) কতক জন্তু ভারবাহী ও কতক ক্ষুদ্রাকার, আল্লাহ্র দেয়া রিযিক্ থেকে আহার কর।

وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٤٣﴾ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِّنَ

অলা-তাত্তাবি'উ খুতুওয়া-তিশ্ শাইত্বোয়া-ন্; ইন্নাহূ লাকুম্ 'আদুওয়্যুম্ মুবীন্। ১৪৩। ছামা-নিয়াতা আয্ওয়া-জ্বিন্ মিনাদ্ব
শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরন করনা, সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু (১৪৩) সৃষ্টি করেছেন আট জোড়া; ভেড়ার মধ্যে দুই

الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنثَيَيْنِ أَمَّا

দ্বোয়া" নিছ্নাইনি ওয়া মিনাল মা'যিছ্নাইন্; ক্বুল্ আ — য্যাকারাইনি হার্রামা আমিল্ উন্ছাইয়াইনি আম্মাশ্
প্রকার এবং ছাগলের মধ্যে দুই প্রকার; বলুন, তিনি কি নর দুটিকে কি অবৈধ করছেন, না মাদী দুটিকে ? কিংবা মাদীদের

اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٤٤﴾ وَ

তামালাত্ 'আলাইহি আর্হা-মুল্ উন্ছাইয়াইন্; নাব্বিঊনী বি'ইল্মিন্ ইন্ কুন্তুম্ ছোয়া-দিক্বীন্। ১৪৪। অ
গর্ভে যা আছে তা অবৈধ করেছেন? তোমরা প্রমাণসহ আমাকে বল যদি তোমরা সত্যবাদী হও। (১৪৪) এবং

مِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنثَيَيْنِ أَمَّا

মিনাল ইবিলিছ্নাইনি ওয়া মিনাল বাকারিছ্নাইন; ক্বুল আ — য্যাকারাইনি হাররামা আমিল উনছাইয়াইনি আম্মাশ
উট দু'প্রকার, গরুর মধ্যে দুই প্রকার; বলুন, তিনি কি নর দুটিকে কি অবৈধ করছেন, না মাদী দুটিকে ? কিংবা মাদীদের

اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَٰذَا

তামালাত্ 'আলাইহি আরাহা-মুল্ উন্ছাইয়াইন্; আম কুন্তুম্ শুহাদা — য়া ইয্ অছ্ছোয়া-কুমু ল্লা- হু বিহা-যা-
গর্ভে যা আছে তা হারাম করেছেন ? তোমরা কি তখন হাজির ছিলে যখন আল্লাহ এ নির্দেশ দেন, অতএব, তার চেয়ে

আয়াত-১৪১ ঃ ইবনে কাছীর (রঃ) স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, এ আয়াতটি মক্কায় অবতীর্ণ হোক অথবা মদীনায় হোক, উভয় অবস্থায়ই এই আয়াত হতে শস্যক্ষেতের যাকাত অর্থাৎ ওশর অর্থ নেওয়া যেতে পারে। মোটকথা ফসল কাটা ও ফসল নামানোর সময় যে সব গরীব-মিসকীন সেখানে উপস্থিত থাকত তাদেরকেও কিছু দান করা হত। কোন বিশেষ পরিমাণ নির্ধারণ ছিল না। ইসলাম পূর্বককালেও এ নিয়ম ছিল। (মাঃ কোঃ)
আয়াত-১৪২ ঃ তাত্তাবিউ.... শাইতোয়ান, অর্থাৎ আল্লাহ্ প্রদত্ত প্রত্যেক প্রকারের ছোট-বড় জীব-জন্তু যা শরীয়তে হালাল তা খাও। নিজেদের পক্ষ হতে ওগুলো হারাম সাব্যস্ত করে শয়তানের অনুসারী হয়ো না। শয়তান তোমাদের স্পষ্ট শত্রু। এরূপ স্পষ্ট প্রমাণ সত্ত্বেও কি তোমরা বিপথগামী হবে? বড় জীব উট, গরু, মহিষ ইত্যাদি; আর ছোট জীব ছাগল, ভেড়া ইত্যাদি।

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ إِنَّ اللَّهَ

ফামান্‌ আজ্‌লামু মিম্মানিফ্‌তারা- 'আলাল্লা-হি কাযিবাল্‌ লিইয়ুদ্বিল্লান্‌ ন্না-সা বিগাইরি 'ইল্‌ম্‌; ইন্নাল্লা-হা

১৭ চেয়ে বড় জালিম আর কে, যে বিনা প্রমাণে আল্লাহ্‌র উপর মিথ্যা অরোপ করে মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য? আল্লাহ্‌

ع ৪ ৪ রুকু

لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿١٤٥﴾ قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ

লা- ইয়াহ্‌দিল্‌ ক্বাওমাজ্জোয়া-লিমীন্‌। ১৪৫। ক্বুল্‌ লা ~ আজ্বিদু ফী মা ~ উহিয়া ইলাইয়্যা মুহাররমান্‌ 'আলা- ত্বোয়া-'ইমিই

জালিমদেরকে সৎপথ প্রদর্শন করান না। (১৪৫) বলুন, আমার প্রতি যে অহী পাঠানো হয়েছে তাতে লোকে যা খায়

يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ

ইয়াত্বআমুহূ ~ ইল্লা ~ আঁই ইয়াকূনা মাইতাতান্‌ আও দামাম্‌ মাস্‌ফূহান্‌ আও লাহ্‌মা খিন্‌যীরিন্‌ ফাইন্নাহূ রিজ্‌সুন্‌ আও

তাতে আমি কোন হারাম খাদ্য পাইনি। তবে মৃত, প্রাবাহিত রক্ত ও শূকরের গোশ্‌ত ছাড়া অপবিত্র বা যা অবৈধ, আল্লাহ

فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ *

ফিস্‌ক্বান্‌ উহিল্লা লিগাইরিল্লা-হি বিহী ফামানিদ্ব ত্বুররা গাইরা বা- গিওঁ অলা-'আ-দিন্‌ ফাইন্না রব্বাকা গাফূরুর রাহীম্‌।

ছাড়া অন্যের নামে যবেহ করার কারণে, হ্যাঁ, অবাধ্য না হয়ে ও ঠেকাবশতঃ গ্রহণ করলে আপনার রব ক্ষামাশীল, দয়ালু।

﴿١٤٦﴾ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ ۖ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا

১৪৬। অ'আলাল্লাযীনা হা-দূ হাররাম্‌না- কুল্লা যী জুফুরিন্‌ অমিনাল্‌ বাক্বারি অল্‌ গানামি হাররম্‌না-

(১৪৬) ইহুদীদের জন্য সকল নখযুক্ত জন্তু হারাম করেছিলাম, আর গরু ও ছাগলের চর্বি তাদের জন্য হারাম

عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ۚ

'আলাইহিম্‌ শুহূমাহুমা ~ ইল্লা-মা-হামালাত্‌ জুহূরু হুমা ~ আওয়িল্‌ হাওয়া-ইয়া ~ আও মাখ্‌তালাত্বোয়া বি'আজ্‌ম্‌;

করেছিলাম; তবে যে চর্বি পিঠ অথবা আঁত অথবা হাড়ের সঙ্গে জড়িত তা ছাড়া। তাদের নাফরমানির

ذَٰلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ ۖ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿١٤٧﴾ فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ

যা-লিকা জ্বাযাইনা-হুম্‌ বিবাগ্‌য়িহিম্‌ অইন্না- লাছোয়া-দিক্বূন ১৪৭। ফাইন্‌ কায্‌যাবূকা ফাক্বুর্‌ রব্বুকুম্‌

কারণেই এ শাস্তি দিয়েছিলাম। নিশ্চয়ই আমি সত্যবাদী। (১৪৭) যদি আপনাকে মিথ্যা জানে তবে বলে দিন,

ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ ﴿١٤٨﴾ سَيَقُولُ الَّذِينَ

যূ- রাহ্‌মাতিওঁ অ-সি'আহ্‌; অলা-ইয়ুরাদ্দু বা''সুহূ 'আনিল্‌ ক্বাওমিল্‌ মুজ্‌রিমীন্‌। ১৪৮। সাইয়াক্বূলুল্লাযীনা

তোমাদের রব অসীম দয়ালু, কিন্তু অপরাধী দলকে শাস্তি থেকে অব্যহতি দেয় না। (১৪৮) শির্‌ককারীরা শীঘ্রই বলবে,

أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ ۚ كَذَٰلِكَ

আশ্‌রাকূ লাও শা — য়াল্লা-হু মা ~ আশ্‌রাক্‌না-অলা ~ আ-বা — উনা-অলা-হার্‌রম্‌না- মিন্‌ শাইয়িন্‌; কাযা-লিকা

আল্লাহ চাইলে না আমরা শির্‌ক করতাম না পিতৃপুরুষরা না আমরা কোন কিছুকে অবৈধ করতাম এভাবে

كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّىٰ ذَاقُوا بَأْسَنَا ۗ قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمٍ

কায্‌যাবাল্লাযীনা মিন্ ক্বাব্‌লিহিম্ হাত্তা - যা-ক্বূ বা''সানা-; ক্বূল্ হাল 'ইন্‌দাকুম্ মিন্ 'ইল্‌মিন্

আমার শাস্তি ভোগ করা পর্যন্ত তারা মিথ্যা আচরণ করেছিল, বলুন, তোমাদের কাছে কি কোন প্রমাণ আছে?

فَتُخْرِجُوهُ لَنَا ۖ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ ﴿١٤٩﴾ قُلْ فَلِلَّهِ

ফাতুখ্‌রিজূ-হু লানা-; ইন্ তাত্তাবি'ঊনা ইল্লাজ্জোয়ান্না অইন্ আন্‌তুম্ ইল্লা- তাখ্‌রুছূন্। ১৪৯। ক্বূল্ ফালিল্লা-হিল্

থাকলে পেশ কর। তোমরা কেবল কল্পনার পেছনে ছুটছ আর মিথ্যাই বলছ। (১৪৯) বলুন, সুস্পষ্ট প্রমাণ তো

الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ ۖ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿١٥٠﴾ قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ الَّذِينَ

হুজ্‌জ্বাতুল্ বা-লিগাতু ফালাও শা — য়া লাহাদা-কুম্ আজ্‌মা'ঈন্। ১৫০। কুল্ হালুম্মা শুহাদা — য়াকুমুল লাযীনা

আল্লাহরই; তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদের সবাইকে হেদায়েত দিতেন। (১৫০) বলুন, তাদেরকে হাযির কর যারা সাক্ষ্য

يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَٰذَا ۖ فَإِن شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ ۚ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ

ইয়াশ্‌হাদূনা আন্নাল্লা- হা হার্‌রামা হা-যা- ফাইন্ শাহিদূ ফালা- তাশ্‌হাদ্ মা'আহুম্ অলা- তাত্তাবি' আহ্‌ওয়া— য়াল্

দেবে যে, আল্লাহ এটা হারাম করেছেন। অতঃপর যদি তারা সাক্ষ্য দিলেও আপনি স্বীকৃতি দেবেন না। আপনি তাদের কুপ্রবৃত্তির ১৮

الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُم بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ * ع ৬ ৫

লাযীনা কায্‌যাবূ বিআ -ইয়া-তিনা- অল্লাযীনা লা- ইয়ু''মিনূনা বিল্ আ-খিরাতি অহুম্ বিরব্বিহিম্ ইয়া'দিলূন্। রুকু

অনুগামী হবেন না যারা আমার আয়াতকে মিথ্যা বলে, পরকালে বিশ্বাস করে না, যারা তাদের রবের সঙ্গে শরীক করে।

﴿١٥١﴾ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ۖ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۖ وَبِالْوَالِدَيْنِ

১৫১। কুল্ তা'আ-লাও আত্‌লু মা- হাররামা রব্বুকুম্ 'আলাইকুম্ আল্লা-তুশ্‌রিকূ বিহী শাইয়াওঁ অবিল্ ওয়া-লিদাইনি

(১৫১) বলুন, আস আমি পড়ে শুনাই তোমাদের জন্য রব যা হারাম করেছেন, তা হল, তোমরা তাঁর সাথে কাউকে শরীক

إِحْسَانًا ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۖ وَلَا

ইহ্‌সা-না-; আলা-তাক্ব্‌তুলূ ~ আওলা-দাকুম্ মিন্ ইমলা- ক্ব্; নাহ্‌নু নারযুক্বুকুম্ অইয়্যা-হুম্ অলা-

করবে না, মাতা-পিতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করবে, অভাবের ভয়ে আপন সন্তান হত্যা করবে না, আমিই তোমাদেরকে ও তাদেরকে

تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ

তাক্ব্‌রবাল্ ফাওয়া-হিশা মা-জোয়াহারা মিন্‌হা- অমা- বাত্বোয়ানা অলা-তাক্ব্‌তুলুন্ নাফ্‌সাল্লাতী হার্‌রমাল্লা-হু

রিযিক দেই। অশ্লীলতার কাছেও যাবে না; তা প্রকাশ্যে হোক বা গোপনে। আল্লাহ যাকে হত্যা করতে নিষেধ করেছেন যথার্থ কারণ

আয়াত-১৪৮ ঃ কাফেররা বলত, আমরা যে দেব-দেবীর পূজা করছি এবং কতিপয় বস্তুকে হারামরূপে গণ্য করেছি, তা যদি আল্লাহর অপছন্দনীয় হত, তবে তিনি আমাদেরকে এ কাজ করতে দিতেন না। (মুঃ কোঃ) আয়াত-১৪৯ ঃ এখানে একটি প্রশ্ন হতে পারে যে, আল্লাহ চাইলে সকলকে পথ-প্রদর্শন করতে পারতেন। আর যেহেতু আল্লাহ চান নি সেহেতু সকলে সরল পথপ্রাপ্ত হয় নি। সুতরাং তাদেরকক নবী রাসূল দ্বারা ভয় দেখানোর কারণ কি? আর তারা শাস্তিই বা পাবে কেন? প্রথম জওয়াব হল, আল্লাহ ইচ্ছা করলে সকলকে হেদায়েত করতে পারতেন তবে কারো ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে জোর করে সৎ পথে আনা আল্লাহর রীতি নয়। দ্বিতীয় উত্তর হল, যেই আল্লাহর ইচ্ছায় তারা বিপথগামী হয়েছে সেই আল্লাহর ইচ্ছায়ই তাদেরকে ভয় দেখানো এবং আযাব দেয়া হবে। (তাফঃ মাহঃ হাঃ)

إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١٥٢﴾ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا

ইল্লা- বিল্ হাক্ব্; যা-লিকুম্ অছ্ছোয়া-কুম্ বিহী লা'আল্লাকুম্ তা'ক্বিলূন্। ১৫২। অলা- তাক্ব্‌রাবূ মা-লাল্ ইয়াতীমি ইল্লা-
ছাড়া তাকে হত্যা করবে না, এটা তোমাদের জন্য তাঁর নির্দেশ, যেন তোমরা বুঝ। (১৫২) বয়স্ক না হওয়া পর্যন্ত তোমরা

بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۖ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۖ

বিল্লাতী হিয়া আহ্‌সানু হাত্তা- ইয়াব্‌লুগা আশুদ্দাহূ অ আওফুল্ কাইলা অল্‌মীযা-না বিল্‌ক্বিস্‌ত্বি
ন্যায় নীতি ছাড়া এতীমদের সম্পদের কাছেও যাবে না। পরিমাপ ও ওজন যথাযথভাবে দেবে। আমি কাকেও বোঝা

لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۖ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۖ وَبِعَهْدِ اللَّهِ

লা-নুকাল্লিফু নাফ্‌সান্ ইল্লা-উস্'আহা- অইযা- ক্বুল্‌তুম্ ফা'দিলূ অলাও কা- না যা-ক্বুর্‌বা- অবি 'আহ্‌দিল্লা-হি
দেই না তার সহ্যশক্তির অতিরিক্ত; কথা যখন বলবে হক বলবে, যদিও সে ঘনিষ্ঠ হয়; আল্লাহ্‌কে দেয়া ওয়াদা

أَوْفُوا ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٣﴾ وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا

আওফূ; যা-লিকুম্ অছ্ছোয়া-বিহী লা'আল্লাকুম্ তাযাক্‌কারূন্। ১৫৩। অ আন্না হা-যা-ছিরা-ত্বী মুস্‌তাক্বীমান্
পূর্ণ করবে এটা তাঁর নির্দেশ যেন তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর। (১৫৩) এটাই আমার সোজা পথ; সুতরাং এরই

فَاتَّبِعُوهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ

ফাওাবি'উহু অলা-তাত্তাবি'উস্ সুবুলা ফাতাফার্‌রাক্বা বিকুম্ 'আন্ সাবীলিহ্; যা-লিকুম্ অছ্ছোয়া-কুম্ বিহী
অনুসরণ কর; অন্য পথ ধরো না; ধরলে সোজা পথ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে; এটাই তাঁর অছিয়ত;

لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٥٤﴾ ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَ

লা'আল্লাকুম্ তাত্তাক্বূন্। ১৫৪। ছুম্মা আ-তাইনা-মূসাল্ কিতা-বা তামা-মান্'আলাল্লাযী ~ আহ্‌সানা অ
যেন তোমরা সাবধান হও। (১৫৪) অতঃপর আমি মূসাকে নেককারদের জন্য পূর্ণ কিতাব দিয়েছি, যাতে

১৯ ع ৪ ৬ রুকু

تَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ﴿١٥٥﴾ وَهَٰذَا

তাফ্‌ছীলাল্ লিকুল্লি শাইয়িঁও অহুদাওঁ অরহ্‌মাতাল্ লা'আল্লাহুম্ বিলিক্বা — য়ি রব্বিহিম্ ইয়ু'মিনূন্।১৫৫। অহা-যা-
রয়েছে সমস্ত কিছুর বিবরণ, হিদায়াত ও দয়া, যেন তারা রবের সঙ্গে সাক্ষাতকে বিশ্বাস করে। (১৫৫) আমি কিতাব

كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٥٦﴾ أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا

কিতা-বুন্ আন্‌যাল্‌না-হু মুবা-রাকুন্ ফাত্তবি'উহু অত্তাক্ব্ লা'আল্লাকুম্ তুর্‌হামূন্। ১৫৬। আন্ তাক্বূলূ ~ ইন্নামা-
নাযিল করেছি বরকতময় করে, তার অনুসরণ কর, সতর্ক হও, যেন অনুগ্রহ প্রাপ্ত হও। (১৫৬) যেন বলতে না পার,

أُنْزِلَ الْكِتَابُ عَلَىٰ طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ

উন্‌যিলাল্ কিতা-বু 'আলা-ত্বোয়া — য়িফাতাইনি মিন্ ক্বাব্‌লিনা- অইন্ কুন্না-'আন্ দিরা-সাতিহিম্ লাগা-ফিলীন্।
যে, কিতাব তো আমাদের পূর্ববর্তী দু সম্প্রদায়ের প্রতি নাযিল হয়েছিল; আমরা তা পড়াশুনায় মোটেই যত্নবান ছিলাম না।

﴿١٥٧﴾ أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَىٰ مِنْهُمْ ۚ فَقَدْ جَاءَكُم

১৫৭। আও তাকূলূ লাও আন্না ~ উন্যিলা 'আলাইনাল্ কিতা-বু লাকুন্না ~ 'আহ্দা- মিন্হুম্ ফাক্বাদ্ জ্বা — য়াকুম্

(১৫৭) বা বলতে পার, কিতাব আমাদের নিকট নাযিল হলে তাদের চেয়ে বেশি হিদায়াতপ্রাপ্ত হতাম, এখন তো

بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَفَ

বাইয়িনাতুম্ মির্ রব্বিকুম্ অহুদাওঁ অরাহ্মাহ, ফামান্ আজ্লামু মিম্মান্ কায্যাবা বিআ-ইয়া তিল্লা-হি অছদাফা

তোমাদের কাছে রবের পক্ষ হতে প্রমাণ, হিদায়াত ও রহমত এসেছে।তার চেয়ে বড় যালিম কে যে আল্লাহর আয়াতকে

عَنْهَا ۗ سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا

'আন্হা-; সানাজ্ যিল্লাযীনা ইয়াছ্দিফূনা 'আন্ আ-ইয়া-তিনা-সূ — য়াল্'আযা-বি বিমা -কা-নূ

মিথ্যা বলে এবং তা থেকে মুখ ফেরায়? যারা আমার আয়াত হতে বিমুখ হয় আমি তাদেরকে খারাপ শাস্তি দিব।

يَصْدِفُونَ ﴿١٥٨﴾ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ

ইয়াছ্দিফূন্ ।১৫৮। হাল্ ইয়ান্জুরূনা ইল্লা ~ আন্ তা" তিয়াহুমুল্ মালা — য়িকাতু আও ইয়া"তিয়া রব্বুকা আও

এ বিমুখতার কারণে। (১৫৮) তারা তো কেবল অপেক্ষা করছে যে, তাদের কাছে ফিরিশ্তা বা আপনার রব আসবেন,

يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ ۗ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا

ইয়া"তিয়া বা'দ্বু আ-ইয়া-তি রব্বিক্; ইয়াওমা ইয়া"তী বা'দ্বু আ-ইয়া-তি রব্বিকা লা-ইয়ান্ফা'উ নাফসান্

কিংবা রবের পক্ষ থেকে কিছু নিদর্শন আসবে। যে দিন রবের কিছু নিদর্শন বা আয়াত আসবে সে দিন কারও

إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا ۗ قُلِ

ঈমা-নুহা-লাম্ তাকুন্ আ-মানাত্ মিন্ ক্বাব্লু আও কাসাবাত্ ফী ~ ঈমা-নিহা-খাইরা-; ক্বুলিন্

ঈমান কোন কাজে আসবে না; যে পূর্বে ঈমান আনেনি, ঈমানদার অবস্থায় কল্যাণ করে নি। বলুন, তোমরা অপেক্ষা

انتَظِرُوا إِنَّا مُنتَظِرُونَ ﴿١٥٩﴾ إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَّسْتَ

তাজিরূ ~ ইন্না-মুন্তাজিরূন্। ১৫৯। ইন্নাল্লাযীনা ফার্রাক্বূ দীনাহুম্ অকা-নূ শিয়া'আল্ লাস্তা

কর, আমরাও প্রতীক্ষায় আছি। (১৫৯) নিশ্চয়ই যারা স্বীয় দ্বীনকে খণ্ড -বিখণ্ড করেছে এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হচ্ছে,

مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ ۚ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ *

মিন্হুম ফী শাইয়িন্; ইন্নামা ~ আম্রুহুম্ ইলাল্লা-হি ছুম্মা ইয়ুনাব্বিউহুম্ বিমা-কা-নূ-ইয়াফ্'আলূন্।

তাদের ব্যাপারে আপনি দায়িত্বশীল নন; তাদের ব্যাপার আল্লাহ্র কাছে ন্যস্ত ; তিনি তাদের কৃতকর্মের খবর দেবেন।

টীকা-১। আয়াত-১৫৮ ঃ অর্থাৎ তারা কি বিশ্বাস স্থাপনের ব্যাপারে এজন্য অপেক্ষা করছে যে, মৃত্যুর ফেরেশতা তাদের কাছে পৌছবে নাকি হাশরের ময়দানের অপেক্ষা করছে যেখানে প্রতিদান ও শাস্তির ফয়সালা করার জন্য আল্লাহ্ স্বয়ং আগমন করবেন। (মাঃ কোঃ) ২। নবী (ছঃ) বলেছেনঃ ক্বিয়ামতের সর্বশেষ নিদর্শন হিসাবে যখন সূর্য পূর্বদিকের পরিবর্তে পশ্চিমদিকে উদিত হবে, তখনকার ঈমান ও তাওবাহ গ্রহণীয় হবে না। (ইমাম বাগভী) আয়াত-১৬০ঃ বুখারী, মুসলিম, নাসায়ী ও মুসনাদ আহমাদে বর্ণিত এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ (ছঃ) বলেন, তোমাদের রব অত্যন্ত দয়ালু। সৎ কাজের নিয়ত করলে একটি নেক, কার্য সম্পাদনের পর দশটি নেক লিখা হয়। পক্ষান্তরে পাপ কার্যের নিয়ত করে তা না করলে একটি নেক আর কার্যে পরিণত করার পর গুনাহ তার আ'মলনামায় লিখিত হয় কিংবা তাও মিটিয়ে দেয়া হয়। (ইব্ঃ কাঃ)

﴿١٦٠﴾ مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهٗ عَشْرُ اَمْثَالِهَا ۚ وَمَنْ جَآءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزٰۤى اِلَّا

১৬০। মান্ জ্বা — য়া- বিল্হাসানাতি ফালাহূ আশ্রু 'আম্ছা-লিহা-অমান্ জ্বা — য়া বিস্সাইয়িয়াতি ফালা-ইয়ুজ্যা ~ ইল্লা-

(১৬০) যে একটি সৎকাজ করে সে দশগুণ পায়। আর অসৎ কাজ করলে সম-পরিমাণ প্রতিফল দেয়া হবে। আর তাদের

مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ﴿١٦١﴾ قُلْ اِنَّنِيْ هَدٰىنِيْ رَبِّيْۤ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۚ

মিছ্লাহা-অহুম্ লা-ইয়ুজ্লামূন্। ১৬১। কু্ল্ ইন্নানী হাদা-নী রব্বী ~ ইলা-ছিরা-ত্বিম্ মুস্তাক্বীম্ ;

উপর জুলুম করা হবে না। (১৬১) বলুন, নিশ্চয়ই আমার রব আমাকে সরল পথ দেখিয়েছেন, তা দৃঢ়ভাবে

دِيْنًا قِيَمًا مِّلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ حَنِيْفًا ۚ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿١٦٢﴾ قُلْ اِنَّ

দীনান্ ক্বিয়ামাম্ মিল্লাতা ইব্রা-হীমা হানীফান্ অমা-কা-না মিনাল্ মুশ্রিকীন। ১৬২। কু্ল্ ইন্না

প্রতিষ্ঠিত সত্যনিষ্ঠ দ্বীন ইব্রাহীমের আদর্শ। আর তিনি মুশরিকদের দলভুক্ত ছিলেন না। (১৬২) বলুন, আমার

صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٦٣﴾ لَا شَرِيْكَ

ছলা-তী অনুসুকী অমাহ্ইয়া-ইয়া অমামা-তী লিল্লা-হি রব্বিল্'আ-লামীন্। ১৬৩। লা-শারীকা

নামায, আমার কোরবানী, আমার জীবন ও আমার মরণ সারা জাহানের রব আল্লাহ্র জন্য। (১৬৩) তাঁর কোন শরীক

لَهٗ ۚ وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ ﴿١٦٤﴾ قُلْ اَغَيْرَ اللّٰهِ اَبْغِيْ رَبًّا

লাহূ অবিযা-লিকা উমিরতু অআনা আওয়্যালুল্ মুস্লিমীন্। ১৬৪। কু্ল্ আগাইরাল্লা-হি আব্গী রব্বাওঁ

নেই; এ ব্যাপারেই আমি আদিষ্ট হয়েছি আর আমিই প্রথম মুসলমান। (১৬৪) বলুন, আমি কি আল্লাহ ভিন্ন অন্য রব

وَّهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ ۗ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ اِلَّا عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ

অ হুঅ রব্বু কু্ল্লি শাইয়িন্ অলা-তাক্সিবু কুল্লু নাফ্সিন্ ইল্লা-'আলাইহা-অলা-তাযিরু অ-যিরাতুওঁ

খুঁজব? অথচ তিনিই সব কিছুর রব। যে যা করবে তাই পাবে। কেউ কারও বোঝা বহন করবে না। তোমাদের রবের

وِّزْرَ اُخْرٰى ۚ ثُمَّ اِلٰى رَبِّكُمْ مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ ۞

ওয়িয্রা উখ্রা- ছুম্মা ইলা-রব্বিকুম্ মার্জি'উকুম্ ফাইয়ুনাব্বিউকুম্ বিমা-কুন্তুম্ ফীহি তাখ্তালিফূন্।

কাছেই তোমাদেরকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে, তখন তোমাদেরকে তোমাদের মতান্তরের বিষয়ে অবহিত করবেন।

অর্ধাংশ ২০

﴿١٦٥﴾ وَهُوَ الَّذِيْ جَعَلَكُمْ خَلٰٓئِفَ الْاَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰتٍ

১৬৫। অহুঅল্লাযী জ্বা'আলাকুম্ খালা — য়িফাল্ আরদ্বি অরাফা'আ বা'দ্বোয়াকুম্ ফাওক্বা বা'দ্বিন্ দারাজ্বা-তিল্

(১৬৫) আর তিনিই তোমাদেরকে দুনিয়ার প্রতিনিধি বানিয়েছেন এবং একেক অন্যের উপর মর্যাদা দিয়েছেন।

ع ১১ ৭ রুকু

لِّيَبْلُوَكُمْ فِيْ مَاۤ اٰتٰىكُمْ ؕ اِنَّ رَبَّكَ سَرِيْعُ الْعِقَابِ ۖ وَاِنَّهٗ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۞

লিইয়াব্লু অকুম্ ফীমা ~ আ-তা-কুম্; ইন্না রব্বাকা সারী'উল 'ইক্বা-বি অইন্নাহূ লাগাফূরুর্ রাহীম্।

যেন তিনি পরীক্ষা করতে পারেন। নিশ্চয়ই আপনার রব শাস্তি দানে তৎপর এবং নিঃসন্দেহে তিনি ক্ষমাশীল, দয়ালু।

সূরা আ'রাফ
মক্কাবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিস্‌মিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে

আয়াত ঃ ২০৬
রুকূ ঃ ২৪

(١) الٓمّٓصٓ (٢) كِتٰبٌ اُنْزِلَ اِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِىْ صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنْذِرَ

১। আলিফ্ লা — ম্ মী — ছোয়া — দ্। ২। কিতা-বুন্ উন্‌যিলা ইলাইকা ফালা-ইয়াকুন্ ফী ছোয়াদ্‌রিকা হারাজুম্ মিন্‌হু লিতুন্‌যিরা

(১) আলিফ, লাম, মীম, ছোয়াদ। (২) আপনার কাছে কিতাব অবতীর্ণ হচ্ছে, এ বিষয়ে আপনার মনে যেন সঙ্কোচ না থাকে; সতর্ক

بِهٖ وَذِكْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ (٣) اِتَّبِعُوْا مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوْا

বিহী অযিক্‌রা-লিল্‌মু"মিনীন্। ৩। ইত্তাবি'উ মা ~ উন্‌যিলা ইলাইকুম্ মির্ রব্বিকুম্ অলা-তাত্তাবি'উ

করবেন এর দ্বারা এবং এটা মু'মিনদের জন্য উপদেশ। (৩) তোমাদের রবের পক্ষ হতে তোমাদের কাছে যা নাযিল হচ্ছে তার অনুসরণ কর।

مِنْ دُوْنِهٖٓ اَوْلِيَآءَ ؕ قَلِيْلًا مَّا تَذَكَّرُوْنَ (٤) وَكَمْ مِّنْ قَرْيَةٍ اَهْلَكْنٰهَا فَجَآءَهَا

মিন্ দূনিহী ~ আওলিয়া — আ; ক্বালীলাম্ মা-তাযাক্‌কারূন্। ৪। অকাম্ মিন্ ক্বার্‌ইয়াতিন্ আহ্‌লাক্‌না-হা-ফাজ্বা — য়াহা-

অনুসরণ করো না তাঁকে ছেড়ে অন্যদের, তোমরা তো উপদেশ কমই শুন। (৪) আর অনেক জনপদকে আমি ধ্বংস করেছি।

بَاْسُنَا بَيَاتًا اَوْ هُمْ قَآئِلُوْنَ (٥) فَمَا كَانَ دَعْوٰىهُمْ اِذْ جَآءَهُمْ بَاْسُنَآ اِلَّآ

বা'সুনা-বাইয়া-তান্ আও হুম্ ক্বা — য়িলূন্। ৫। ফামা-কা-না দা'ওয়া-হুম্ ইয্ জ্বা — য়াহুম্ বা'সুনা ~ ইল্লা ~

তাদের উপর আমার শাস্তি রাতে অথবা দ্বিপ্রহরের বিশ্রাম অবস্থায় এসেছে। (৫) যখন আমার শাস্তি এসেছিল তখন

اَنْ قَالُوْٓا اِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ (٦) فَلَنَسْـَٔلَنَّ الَّذِيْنَ اُرْسِلَ اِلَيْهِمْ وَلَنَسْـَٔلَنَّ

আন্ ক্বা-লূ ~ ইন্না-কুন্না-জোয়া-লিমীন্। ৬। ফালানাস্‌য়ালান্নাল্লাযীনা উর্‌সিলা ইলাইহিম্ অলানাস্‌য়ালান্নাল্

তারা শুধু বলত আমরাই জালিম। (৬) যাদের কাছে রাসূল প্রেরিত হয়েছিল তাদেরকে আমি অবশ্যই জিজ্ঞেস করব আর

الْمُرْسَلِيْنَ (٧) فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَّمَا كُنَّا غَآئِبِيْنَ (٨) وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذِ

মুর্‌সালীন্। ৭। ফালানাক্বুছ্‌ছোয়ান্না 'আলাইহিম্ বি'ইল্‌মিওঁ অমা-কুন্না-গা — য়িবীন্। ৮। অল্‌অয্‌নু ইয়াওমায়িযিনিল্

রাসূলদেরকেও। (৭) পূর্ণজ্ঞানের সাথেই তাদের কাছে বর্ণনা করব, আমি তো অনুপস্থিত ছিলাম না। (৮) আর ঐ দিন

الْحَقُّ ۚ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهٗ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ (٩) وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهٗ

হাক্ব্‌কু, ফামান্ ছাকুলাত্ মাওয়া-যীনুহূ ফাউলা — য়িকা হুমুল্ মুফ্‌লিহূন্। ৯। অমান্ খাফ্‌ফাত্ মাওয়া-যীনুহূ

ওজন হবেই; যাদের পাল্লা ভারী হবে, তারাই হবে ভাগ্যবান। (৯) যাদের পাল্লা হাল্‌কা হবে, তারা তো এমন

আয়াত-২ ঃ এই আয়াতে রাসূলুল্লাহ (ছঃ)-কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে যে, এই কোরআন আল্লাহর গ্রন্থ যা আপনার উপর নাযিল হয়েছে। এ কারণে আপনার অন্তরে কোন সঙ্কোচ থাকা উচিত নয়। অন্তরের সংকোচ অর্থ হল, কোরআন পাক ও এর নির্দেশাবলী প্রচারের ক্ষেত্রে কারো ভয়-ভীতি অন্তরায় না হওয়া উচিত যে, মানুষ এর প্রতি মিথ্যারোপ করবে এবং আপনাকে কষ্ট দিবে। (তাফঃ মাযঃ) আয়াত-৮ ঃ সেদিন যে ভাল-মন্দ কাজের ওযন হবে তা সত্য সঠিকভাবেই হবে। এতে কোনরূপ অবকাশ নেই। প্রশ্ন হতে পারে যে, কাজ-কর্ম তো জড়পদার্থ নয় এর ওযন হবে কিভাবে? এর উত্তর হল, পরম করুণাময় আল্লাহ সর্বশক্তিমান। কাজেই আমরা যা করতে পারি না তা আল্লাহ তাআ'লা পারবে না এরূপ ধারণা ঠিক নয়। (মাঃ কোঃ)

فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُم بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ ﴿١٠﴾ وَلَقَدْ

ফাউলা — য়িকাল্লাযীনা খাসিরূ ~ আন্‌ফুসাহুম্ বিমা-কা-নূ-বিআ-ইয়া-তিনা-ইয়াজ্‌লিমূন্। ১০। অলাক্বাদ্
লোক যারা নিজেদের ক্ষতি করবে, কারণ, তারা আমার আয়াতের প্রতি অবিচার করেছে। (১০) আর আমি

ع ১ ১০ ৮ রুকু

مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ ۗ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ

মাক্‌কান্না-কুম্ ফিল্ আরদ্বি অজ্বা'আল্‌না-লাকুম্ ফীহা-মা'আ-য়িশ্; ক্বালীলাম্ মা-তাশ্‌কুরূন্।
তো তোমাদেরকে দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠিত করেছি, ওতে জীবিকার ব্যবস্থা করেছি কিন্তু তোমারা তো কমই শোকর কর।

﴿١١﴾ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا

১১। অলাক্বাদ্ খালাক্ব্‌না-কুম্ ছুম্মা ছোয়াওয়্যার্‌না-কুম্ ছুম্মা ক্বুল্‌না-লিল্‌মালা — য়িকাতিস্ জুদূ লিআ-দামা ফাসাজ্বাদূ ~
(১১) আর আমিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি, আকৃতি দিয়েছি; অতঃপর ফেরেশতাদেরকে বলেছি আদমকে সিজদা কর; ইবলিস ছাড়া

إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ ﴿١٢﴾ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ

ইল্লা ~ ইব্‌লীস্; লাম্ ইয়াকুম্ মিনাস্ সা-জ্বিদীন্। ১২। ক্বা-লা মা-মানা'আকা আল্লা-তাস্‌জুদা ইয্
সকলেই সিজদা করেছে। সে সিজদাকারী ছিল না। (১২) আল্লাহ বললেন, কিসে তোকে সিজদা থেকে বিরত রেখেছে যখন

أَمَرْتُكَ ۖ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ ﴿١٣﴾ قَالَ فَاهْبِطْ

আমার্‌তুক্; ক্বা-লা আনা-খাইরুম্ মিন্‌হু খালাক্ব্‌তানী মিন্ না-রিওঁ অখলাক্ব্‌তাহু মিন্ ত্বীন্। ১৩। ক্বা-লা ফাহ্‌বিত্ব্
আমি হুকুম দিলাম। বলল, আমি তো তার চেয়ে উত্তম, আমাকে অগ্নি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন আর তাকে মাটি দিয়ে। (১৩) বললেন,

مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ ﴿١٤﴾ قَالَ

মিন্‌হা-ফামা-ইয়াকূনু লাকা আন্ তাতাকাব্‌বারা ফীহা-ফাখ্‌রুজ্ ইন্নাকা মিনাছ্ ছোয়া-গিরীন্। ১৪। ক্বা-লা
এখান হতে নেমে যাও, এখানে থেকে অহংকার করতে পারবে না। নেমে যাও, নিশ্চয়ই তুমি অধমের অন্যতম। (১৪) সে বলল,

أَنظِرْنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿١٥﴾ قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ ﴿١٦﴾ قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي

আন্‌জির্‌নী ~ ইলা-ইয়াওমি ইয়ুব্'আছূন্। ১৫। ক্বা-লা ইন্নাকা মিনাল্ মুন্‌জোয়ারীন্। ১৬। ক্বা-লা ফাবিমা ~ আগ্‌ওয়াইতানী
পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত আমাকে অবকাশ দিন। (১৫) তিনি বললেন, নিশ্চয় তুমি অবকাশ প্রাপ্তদের একজন। (১৬) সে বলল,

لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿١٧﴾ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ

লাআক্ব্'উদান্না লাহুম্ ছিরা-ত্বোয়াকাল্ মুস্‌তাক্বীম্। ১৭। ছুম্মা লাআ-তিয়ান্নাহুম্ মিম্ বাইনি আইদীহিম্ অমিন্
যেহেতু আমাকে গোমরাহ সাব্যস্ত করলে, আমি ও সরল পথের বাঁকে ওঁৎ পেতে থাকব; (১৭) অতঃপর তাদের সম্মুখ পেছন,

خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَن شَمَائِلِهِمْ ۖ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ ﴿١٨﴾ قَالَ

খাল্‌ফিহিম্ অ'আন্ আইমা-নিহিম্ অ আন্ শামা — য়িলিহিম্; অলা-তাজ্বিদু আক্‌ছারাহুম্ শা-কিরীন্। ১৮। ক্বা-লাখ্
ডান ও বাম দিক থেকে তাদের নিকট আসব, আপনি তাদের অধিকাংশকে শোকর গুজার পাবেন না। (১৮) বললেন, বের হয়ে

اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَدْحُورًا ۖ لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ ☆

রুজ্ মিন্হা- মায্উমাম্ মাদ্হূরা-; লামান্ তাবি'আকা মিন্হুম্ লাআম্লায়ান্না জ্বাহান্নামা মিন্কুম্ আজ্মা'ঈন্।
যা লাঞ্ছিত ও ধিকৃত অবস্থায়, তাদের মধ্যে যে কেউ তোর অনুসরণ করবে অবশ্যই তোদের সকলকে দিয়েই জাহান্নাম পূর্ণ করব।

(১৯) وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا

১৯। অ ইয়া ~ আ-দামুস্কুন্ আন্তা অযাওজুকাল্ জ্বান্নাতা ফাকুলা-মিন্ হাইছু শি''তুমা অলা-তাক্ব্রবা-
(১৯) হে আদম! তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে থাক অতঃপর যেখান থেকে যা ইচ্ছে খাও; তবে এ গাছের কাছেও

هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ (২০) فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ

হা-যিহিশ্ শাজ্বারাতা ফাতাকূনা-মিনাজ্জোয়া-লিমীন্ ২০। ফাঅস্অসা লাহুমাশ্ শাইত্বোয়া-নু লিইয়ুব্দিয়া
যেও না; গেলে জালিমদের অন্তর্ভুক্ত হবে। (২০) অতঃপর শয়তান উভয়কে ধোঁকা দিল, যেন তাদের গোপন

لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ

লাহুমা- মা-উরিয়া 'আন্ হুমা- মিন্ সাওআ-তিহিমা-অক্বা-লা মা- নাহা-কুমা- রব্বুকুমা-'আন্ হা-যিহিশ্ শাজ্বারতি
অঙ্গ প্রকাশিত হয়, যা তাদের কাছে গোপন ছিল এবং বলল, তোমাদের রব এ বৃক্ষ সম্পর্কে নিষেধ করছেন, যেন

إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ (২১) وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ

ইল্লা ~ আন্ তাকূনা- মালাকাইনি আও তাকূনা-মিনাল্ খা-লিদীন্। ২১। অক্বা-সামাহুমা ~ ইন্নী লাকুমা- লামিনান্
তোমরা ফিরিশ্তা বা বাসিন্দা হয়ে না যাও চিরদিনের জন্য। (২১) আর সে উভয়কে কসম দিয়ে বলল, আমি অবশ্যই

النَّاصِحِينَ (২২) فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ ۚ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا

না-ছিহীন্। ২২। ফাদাল্লা-হুমা-বিগুরূরিন্ ফালাম্মা- যা-ক্বাশ্ শাজ্বারতা বাদাত্ লাহুমা- সাওআ-তুহুমা-
শুভাকাঙ্ক্ষী। (২২) এভাবে সে ধোঁকায় ফেলল, অতঃপর যখন তারা বৃক্ষের ফল খেলে তাদের লজ্জাস্থান প্রকাশিত

وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ ۖ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ

অ ত্বোয়াফিক্বা-ইয়াখ্ছিফা-নি 'আলাইহিমা- মিওঁ অরাক্বিল্ জান্নাহ্, অ না-দা-হুমা- রব্বুহুমা ~ আলাম্ আন্হাকুমা- 'আন্
হয়ে পড়ল, আর তারা জান্নাতের পাতা দিয়ে তা ঢাকতে লাগল; তখন তাদের রব তাদেরকে বললেন, আমি কি এ বৃক্ষ

تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ (২৩) قَالَا رَبَّنَا

তিল্কুমাশ্ শাজ্বারতি অআকুল্ লাকুমা ~ ইন্নাশ্ শাইত্বোয়া-না লাকুমা-'আদুওয়্যুম্ মুবীন্। ২৩। ক্বা-লা-রব্বানা-
হতে নিষেধ করি নি, আমি কি তোমাদের বলিনি যে, শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু (২৩) তারা বলল, হে আমাদের রব!

আয়াত-১৯ ঃ বৃক্ষটির ব্যাপারে বিভিন্ন জনে বিভিন্ন ধরনের মত ব্যাক্ত করেছেন। কারও মতে গম বৃক্ষ; আর কারও মতে আঙ্গুর বৃক্ষ, অন্য কারও মতে দাড়িম্ব বৃক্ষ অথবা বেদ বৃক্ষ অথবা লেবু বৃক্ষ ছিল।

আয়াত-২০ ঃ শয়তান কুমন্ত্রণা হয়ত বেহেশতের বাইরে থেকে দিয়েছিল, সম্ভবতঃ শয়তানকে আল্লাহ্ সেই ক্ষমতা দিয়েছিলেন; অথবা হয়ত অন্য কোন তদবীরের মাধ্যমে বেহেশতে প্রবেশ করেছিল, যেমন কাসাসুল আম্বিয়ায় সর্পের মুখে ঢুকে প্রবেশের ঘটনাটি বর্ণিত রয়েছে।

ظَلَمْنَآ اَنْفُسَنَا ۚ وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ

জোয়ালাম্না- আন্ফুসানা- অইল্লাম্ তাগ্ফির্লানা-অতার্হাম্না-লানাকূনান্না মিনাল্ খা-সিরীন্।

আমরা নিজেদের প্রতি যুলুম করেছি, যদি আপনি ক্ষমা না করেন এবং দয়া না করেন, তবে অবশ্যই আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হব।

﴿٢٤﴾ قَالَ اهْبِطُوْا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۚ وَلَكُمْ فِى الْاَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَّمَتَاعٌ

২৪। ক্বা-লাহ্বিতূ বা'দ্বুকুম্ লিবা'দ্বিন্ 'আদুওয়্যুন্ অলাকুম্ ফিল্আর্দ্বি মুস্তাক্বার্রুওঁ অমাতা-'উন্

(২৪) তিনি বললেন, তোমরা পরস্পর শত্রুরূপে নেমে যাও, তোমাদের জন্য পৃথিবীতে কিছু সময় বসবাস ও

২ ع ১৫ ৯ রুকু

اِلٰى حِيْنٍ ﴿٢٥﴾ قَالَ فِيْهَا تَحْيَوْنَ وَفِيْهَا تَمُوْتُوْنَ وَمِنْهَا تُخْرَجُوْنَ ﴿٢٦﴾ يٰبَنِىْٓ

ইলা-হীন্। ২৫। ক্বা-লা ফীহা-তাহ্ইয়াওনা অফীহা-তামূতূনা অমিন্হা-তুখ্রজূ-ন্।২৬। ইয়া-বানী ~

জীবিকা আছে। (২৫) বললেন, সেখানেই জীবন যাপন সেখানেই মৃত্যু, সেথা হতেই বের করে আনা হবে। (২৬) হে আদম

اٰدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُّوَارِىْ سَوْاٰتِكُمْ وَرِيْشًا ۚ وَلِبَاسُ التَّقْوٰى ۙ

আ-দামা ক্বাদ্ আন্যাল্না- 'আলাইকুম্ লিবা-সাইঁ ইয়ুওয়া-রী সাও আ-তিকুম্ অরীশা-; অ লিবা-সুত্তাক্বাওয়া-

সন্তান! আমি তোমাদের জন্য পোশাক সৃষ্টি করেছি লজ্জাস্থান ঢাকবার ও সৌন্দর্যের জন্য আর তাকওয়ার পোশাকই উত্তম।

ذٰلِكَ خَيْرٌ ۚ ذٰلِكَ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ ﴿٢٧﴾ يٰبَنِىْٓ اٰدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ

যা-লিকা খাইর্; যা-লিকা মিন্ আ-ইয়া-তিল্লা-হি লা'আল্লাহুম্ ইয়ায্যাক্কারূন্। ২৭। ইয়া-বানী ~ আ-দামা লা- ইয়াফ্তিনান্নাকুমুশ্

এটা আল্লাহ্র নিদর্শনসমূহের অন্যতম যেন উপদেশ গ্রহণ করে। (২৭) হে আদম সন্তান! শয়তান যেন বিপদে না

الشَّيْطٰنُ كَمَآ اَخْرَجَ اَبَوَيْكُمْ مِّنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا

শাইত্বোয়া-নু কামা ~ আখ্রজা আবাওয়াইকুম্ মিনাল্ জ্বান্নাতি ইয়ান্যি'উ 'আন্হুমা-লিবা-সাহুমা-লিইয়ুরিয়াহুমা-

ফেলে, যেভাবে সে তোমাদের মাতা- পিতাকে বেহেশত হতে বের করেছিল; সে তাদের লজ্জাস্থান দেখানোর জন্য

سَوْاٰتِهِمَا ۚ اِنَّهٗ يَرٰىكُمْ هُوَ وَقَبِيْلُهٗ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ ۚ اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيٰطِيْنَ

সাওআ-তিহিমা-; ইন্নাহূ ইয়ার-কুম্ হুঅ অক্বাবীলুহূ মিন্ হাইছু লা- তারাওনাহুম্; ইন্না- জ্বা'আল্নাশ্ শাইয়া-ত্বীনা

তাদেরকে বিবস্ত্র করেছিল। সে ও তার দল তোমাদেরকে এমনভাবে দেখে অথচ তোমরা তাদেরকে দেখ না। যারা ঈমান

اَوْلِيَآءَ لِلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٢٨﴾ وَاِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً قَالُوْا وَجَدْنَا عَلَيْهَآ

আওলিয়া — য়া লিল্লাযীনা লা-ইয়ু'মিনূন্। ২৮। অইযা- ফা'আলূ ফা-হিশাতান্ ক্বা-লূ অজ্বাদ্না-'আলাইহা ~

আনে না। আমি শয়তানকে তাদের বন্ধু করেছি (২৮) তারা কোন ফাহেশা কাজ করলে বলে আমাদের পিতৃপুরুষকে

اٰبَآءَنَا وَاللّٰهُ اَمَرَنَا بِهَا ۚ قُلْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَاْمُرُ بِالْفَحْشَآءِ ۚ اَتَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ

আ-বা — য়ানা অল্লা-হু আমারানা- বিহা-;ক্বুল ইন্নাল্লা-হা লা-ইয়া''মুরু বিল্ ফাহ্শা — ই; আতাক্বূলূনা 'আলাল্লা-হি

এটা করতে দেখেছি' আল্লাহ্ও এর নির্দেশ দিয়েছেন, আল্লাহ্ কখনও কুকর্মের নির্দেশ দেন না। না জেনে কেন আল্লাহ্ সম্পর্কে

مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٩﴾ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ ۖ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ

মা-লা- তা'লামূন্। ২৯। ক্বুল্ আমারা রব্বী বিল্ক্বিস্‌তি অ আক্বীমূ উজ্বূহাকুম্ 'ইন্‌দা কুল্লি

এমন কথা বলছ?(২৯) বলুন, রব নির্দেশ দিয়েছেন ন্যায় বিচারের। নামাযের সময় মুখমণ্ডল স্থির রাখ। তাঁরই আনুগত্যে

مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۚ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ﴿٣٠﴾ فَرِيقًا هَدَىٰ

মাস্‌জ্বিদিওঁ অদ্'উহু মুখ্‌লিছীনা লাহুদ দীন্; কামা- বাদায়াকুম্ তা'ঊদূন্। ৩০। ফারীক্বান্ হাদা-

বিশুদ্ধচিত্তে একনিষ্ঠাভাবে তাঁকেই ডাক। যে ভাবে তিনি প্রথমে সৃষ্টি করছেন সে ভাবেই তোমরা ফিরবে। (৩০) একদলকে

وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ ۗ إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ

অফারীক্বান্ হাক্ব্ক্বা 'আলাইহিমুদ্ব্ দ্বোয়ালা-লাহ্; ইন্নাহুমুত্ তাখাযুশ্ শাইয়া-ত্বীনা আওলিয়া — য়া মিন্ দূনি

তিনি হিদায়াত করেছেন, অন্য দলের উপর ভ্রষ্টাতা যথার্থ হয়েছে; তারা আল্লাহ ছাড়া শয়তানকে বন্ধু বানিয়েছে;

اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ ﴿٣١﴾ يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ

ল্লা-হি অইয়াহ্‌সাবূনা আন্না হুম্ মুহ্‌তাদূন্। ৩১। ইয়া-বানী ~ আ-দামা খুযূ যীনাতাকুম্ 'ইন্‌দা কুল্লি

তারা মনে করছে যে তারা সৎপথে রয়েছে (৩১) হে আদম সন্তান! প্রত্যেক নামাযে তোমরা সুন্দর পোশাক পরিধান

مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿٣٢﴾ قُلْ مَنْ حَرَّمَ ৩ ع ৬ ১০ রুকু

মাস্‌জ্বিদিওঁ অকুলূ অশ্‌রাবূ অলা-তুস্‌রিফূ ইন্নাহূ লাইয়ুহিব্বুল্ মুস্‌রিফীন্। ৩২। ক্বুল্ মান্ হাররামা

করবে এবং খাবে কিন্তু অপব্যয় করবে না; তিনি অপব্যয়ীকে নিশ্চয়ই পছন্দ করবেন না। (৩২) বলুন, আল্লাহর বান্দাহর

زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ۚ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا

যীনাতাল্লা-হিল্লাতী ~ আখরাজ্বা লি'ইবা-দিহী অত্ত্বাইয়িবা-তি মিনার্ রিয্‌ক্ব্; ক্বুল্ হিয়া লিল্লাযীনা আ-মানূ

জন্য যে সব সুন্দর বস্তু ও পবিত্র খাদ্য দান করেছেন তাহা কে হারাম করেছে? বলুন এটাতো পার্থিব জীবনের।

فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۞

ফিল্ হাইয়া- তিদ্দুন্‌য়া-খা-লিছোয়াতাইঁ ইয়াওমাল্ ক্বিয়া-মাহ্; কাযা-লিকা নুফাছ্‌ছিলুল্ আ-ইয়া-তি লিক্বাওমিইঁ ইয়া' লামূন্।

বিশেষ করে পরকালে যারা বিশ্বাসী তাদের জন্য। এভাবেই আমি আয়াত বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করি জ্ঞানিদের জন্য।

﴿٣٣﴾ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ

৩৩। ক্বুল্ ইন্নামা- হাররামা রব্বিয়াল্ ফাওয়া-হিশা মা-জোয়াহারা মিন্‌হা-অমা-বাত্বোয়ানা অল্ইছ্‌মি অল্‌বাগ্‌ইয়া

(৩৩) বলুন, তোমাদের রব তো হারাম করেছেন সকল ধরনের প্রকাশ্য ও গোপন অশ্লীলতা, পাপ, অযথা বাড়াবাড়ি,

শানেনুযুল ঃ আয়াত-৩১ ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নারীরা উলঙ্গাবস্থায় তাওয়াফ করত এ প্রসঙ্গে আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়। মুসলিম শরীফ সাভী কিতাবে হযরত ইবনে আব্বাস(রাঃ) থেকে বর্ণিত, আরববাসীরা কা'বাগৃহ উলঙ্গাবস্থায় তাওয়াফ করত, দিনে করত পুরুষেরা আর রাতে নারীরা এবং বলত, যে পোশাক নিয়ে আল্লাহ্‌র নাফরমানী করছি ঐ পোশাক নিয়ে কিরূপে আল্লাহর ঘর প্রদক্ষিণ করব। তখন এ আয়াতটি নাযিল হয়। আয়াত-৩২ ঃ কতিপয় লোক ছাগদুগ্ধ ইত্যাদি হারাম করে নিয়েছিল। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, বর্বর যুগে কতিপয় হালাল বস্তু নিজেদের উপর হারাম করেছিল, এ প্রেক্ষিতে উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়। (মুসলি শরীফ)

بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ

বিগাইরিল্ হাক্বক্বি অআন্ তুশ্রিকূ বিল্লা-হি মা-লাম্ ইয়ুনায্যিল্ বিহী সুল্ত্বোয়া-নাওঁ অআন্ তাকূলূ 'আলাল্লা-হি
আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করা- যে ব্যাপারে কোন প্রমাণ তিনি নাযিল করেন নি। এবং না জেনে আল্লাহ সম্বন্ধে

مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝٣٤ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ ۖ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا

মা-লা-তা'লামূন্। ৩৪। অলিকুল্লি উম্মাতিন্ আজ্বালুন্ ফাইযা-জ্বা — য়া আজ্বালুহুম্ লা-ইয়াস্তা' খিরূনা সা-'আতাওঁ অলা-
এমন কিছু বলা। (৩৪) প্রত্যেক জাতির জন্য নির্দিষ্ট সময় আছে সুতরাং নির্দিষ্ট মুহূর্তের জন্য আগ পাছ করতে

يَسْتَقْدِمُونَ ۝٣٥ يَا بَنِي آدَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي

ইয়াস্তাক্বদিমূন্। ৩৫। ইয়া-বানী ~ আ-দামা ইম্মা- ইয়া'' তিয়ান্নাকুম্ রুসুলুম্ মিন্কুম্ ইয়াকুছ্ছূনা 'আলাইকুম্ আ-ইয়া-তী
পারবে না। (৩৫) হে আদম সন্তান! তোমাদের মধ্য হতে তোমাদের কাছে রাসূল এসে আমার আয়াত শুনালে

فَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝٣٦ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا

ফামানিত্তাক্বা- অআছ্লাহা ফালা-খাওফুন্ 'আলাইহিম্ অলা-হুম্ ইয়াহ্যানূন্। ৩৬। অল্লাযীনা কায্যাবূ
যে তাকওয়া অবলম্বন করবে ও সংশোধিত হবে তাদের কোন ভয় নেই, তারা দুঃখিতও হবে না। (৩৬) আমার আয়াতসমূহ যারা

بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝٣٧ فَمَنْ

বিআ-ইয়া-তিনা-অস্তাক্বারূ 'আন্হা ~ উলা — য়িকা আছ্হা-বুন্ না-রি হুম্ ফীহা-খা-লিদূন্। ৩৭। ফামান্
অস্বীকার করেছে এবং অহংকারে তা থেকে মুখ ফিরায় তারাই দোযখে প্রবেশ করবে, সেথায় তারা চিরকাল থাকবে। (৩৭) তার

أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ ۚ أُولَٰئِكَ يَنَالُهُمْ

আজ্লামু মিম্মানিফ্ তারা-'আলাল্লা-হি কাযিবান্ আও কায্যাবা বিআ-ইয়া-তিহ্;উলা — য়িকা ইয়ানা-লুহুম্
চেয়ে বড় জালিম কে, যে আল্লাহ্‌র উপর মিথ্যা বলে বা তাঁর নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করে? কিতাবের নির্ধারিত অংশ

نَصِيبُهُمْ مِنَ الْكِتَابِ ۖ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوا أَيْنَ مَا

নাছীবুহুম্ মিনাল্ কিতা-ব্; হাত্তা ~ ইযা-জ্বা — য়াত্হুম্ রুসুলুনা-ইয়াতাঅফ্ফাওনাহুম্ ক্বা-লূ ~ আইনা মা-
যখন তাদের কাছে পৌছবে। অবশেষে ফিরিশ্‌তারা তাদের মৃত্যুর সময় বলবেন, আল্লাহ ছাড়া যাদেরকে তোমরা

كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ۖ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ

কুন্তুম্ তাদ্'উনা মিন দূনিল্লা-হ্;ক্বা-লূ দ্বোয়াল্লু 'আন্না-অশাহিদূ 'আলা ~ আন্ফুসিহিম্ আন্নাহুম্
ডাকতে তারা এখন কোথায়? তারা বলবে, তারা উধাও হয়েছে, তখন তারা নিজেরাই স্বীকৃতি দেবে, তারা

كَانُوا كَافِرِينَ ۝٣٨ قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَ

কা-নূ কা-ফিরীন্। ৩৮। ক্বা-লাদ্ খুলূ ফী ~ উমামিন্ ক্বাদ্ খালাত্ মিন্ ক্বাবলিকুম্ মিনাল্ জ্বিন্নি অল্
কাফের ছিল। (৩৮) আল্লাহ বলবেন, জাহান্নামে প্রবেশ কর তোমাদের পূর্বের জিন ও

الْاِنْسِ فِي النَّارِ ۖ كُلَّمَا دَخَلَتْ اُمَّةٌ لَّعَنَتْ اُخْتَهَا ۖ حَتّٰٓى اِذَا ادَّارَكُوْا

ইন্‌সি ফিন্না-র; কুল্লামা- দাখালাত্ উম্মাতুল্ লা'আনাত্ উখ্‌ত্বাহা; হাত্তা~ ইযাদ্দা-রাকূ
মানুষের সঙ্গে যখনই একদল ঢুকবে তখনই তারা অন্যদলকে অভিশাপ দেবে। অবশেষে সবাই তাতে একত্র হয়ে

فِيْهَا جَمِيْعًا ۙ قَالَتْ اُخْرٰىهُمْ لِاُوْلٰىهُمْ رَبَّنَا هٰٓؤُلَآءِ اَضَلُّوْنَا فَاٰتِهِمْ عَذَابًا

ফীহা-জ্বামী'আন্ ক্বা-লাত্ উখ্‌রা-হুম্ লিউ~ লা-হুম্ রব্বানা- হা ~ উলা — য়ি অদ্বোয়াল্লূনা- ফাআ-তিহিম্ 'আযা-বান্
পরবর্তীরা পূর্ব বর্তীদের সম্বন্ধে বলবে, হে আমাদের রব! এরাই আমাদেরকে গোমরা করেছে; এদেরকে দ্বিগুণ- শাস্তি দাও।

ضِعْفًا مِّنَ النَّارِ ۖ قَالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَّلٰكِنْ لَّا تَعْلَمُوْنَ ﴿٣٩﴾ وَقَالَتْ اُوْلٰىهُمْ

দ্বি'ফাম্ মিনান্ না-র; ক্বা-লা লিকুল্লি দ্বি'ফুওঁ অলা-কিল্লা-তা'লামূন্। ৩৯। অক্বা-লাত্ উলা-হুম্
বলবেন, প্রত্যেকের জন্যই দিগুণ শাস্তি আছে। তবে তোমরা তা জান না। (৩৯) তাদের পূর্ববর্তী লোকেরা পরবর্তী

لِاُخْرٰىهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ

লিউখ্‌রা-হুম্ ফামা-কা-না লাকুম্'আলাইনা- মিন্ ফাদ্বলিন্ ফাযূক্বু-ল্ 'আযা-বা বিমা-কুনতুম্
লোকদের বলবে, আমাদের উপর তোমাদের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই, সুতরাং তোমরা আযাব ভোগ করতে থাক, স্বীয় ৪

تَكْسِبُوْنَ ﴿٤٠﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَاسْتَكْبَرُوْا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ ع ১১

তাক্‌সিবূন্। ৪০। ইন্নাল্লাযীনা কায্‌যাবূ বিআ-ইয়া-তিনা- অস্‌তাক্‌বারূ 'আন্‌হা- লা-তুফাত্তাহু লাহুম্ রুকু
কর্মের জন্য। (৪০) নিশ্চয়ই যারা প্রত্যাখ্যান করে আমার আয়াত এবং অহংকার করে মুখ ফিরায়, তাদের জন্য

اَبْوَابُ السَّمَآءِ وَلَا يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ حَتّٰى يَلِجَ الْجَمَلُ فِيْ سَمِّ الْخِيَاطِ ۗ

আব্‌ওয়া-বুস্ সামা — য়ি অলা- ইয়াদ্‌খুলূনাল্ জ্বান্নাতা হাত্তা-ইয়ালিজ্বাল্ জ্বামালু ফী সাম্মিল্ খিয়া-ত্ব্;
গগনদ্বার খোলা হবে না; আর প্রবেশ করতে পারবে না বেহেশতে- যতক্ষন না সূঁচের ছিদ্র দিয়ে উট ঢুকে,

وَكَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِيْنَ ﴿٤١﴾ لَهُمْ مِّنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَّمِنْ فَوْقِهِمْ

অকাযা-লিকা নাজ্‌যিল্ মুজ্‌রিমীন্। ৪১। লাহুম্ মিন্ জ্বাহান্নামা মিহা-দুঁও অমিন্ ফাওক্বিহিম্
এভাবে আমি দোষীদের প্রতিফল প্রদান করি। (৪১) জাহান্নামই তাদের জন্য বিছানা ও উপরের

غَوَاشٍ ۗ وَكَذٰلِكَ نَجْزِي الظّٰلِمِيْنَ ﴿٤٢﴾ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ

গাওয়া-শ্; অকাযা-লিকা নাজ্‌যিজ্জোয়া-লিমীন্। ৪২। অল্লাযীনা আ-মানূ অ'আমিলুছ্ ছোয়া-লিহা-তি
আচ্ছাদন; এভাবেই আমি জালিমদের প্রতিফল দেই। (৪২) কাকেও সাধ্যাতীত বোঝা দেই না; যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে

আয়াত - ৪০ ঃ হযরত ইবনে আব্বাস' (রাঃ) হতে এ আয়াতের এক তাফসীরে উল্লেখ আছে যে, তাদের আ'মল ও তাদের দোয়ার জন্য আকাশের দরজা খোলা হবে না। অর্থাৎ তাদের দোয়া কবুল করা হবে না এবং তাদের আ'মলকে ঐস্থানে যেতে দেয়া হবে না, যেখানে আল্লাহর নেক বান্দাহদের আ'মলসমূহ সংরক্ষিত রাখা হয়। এর তাফসীরে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ কাফেরদের আত্মার জন্য আকাশের দরজা খোলা হবে না। এসব আত্মাকে নিচে নিক্ষেপ করা হবে। অন্যান্য সাহাবী হতেও এরূপ তাফসীর বর্ণিত আছে। (মাঃ কোঃ বাহরে মুহীত) আয়াত-৪১ ঃ উদ্দেশ্য হল, সূঁচের ছিদ্রে উট প্রবেশ করা যেমন অসম্ভব, তেমনি তাদের জান্নাতে প্রবেশ করাও হবে অসম্ভব। এটা তাদের চিরস্থায়ী জাহান্নামের শাস্তি বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। (মাঃ কোঃ)

لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا ۖ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٤٣﴾ وَ

লা- নুকাল্লিফু নাফ্সান্ ইল্লা-উস্'আহা ~ উলা — য়িকা আছ্হা-বুল্ জান্নাতি হুম্ ফীহা- খা-লিদূন্। ৪৩। অ

আমি তাদের কাউকে সাধ্যাতীত বোঝা দেই না, তারাই বেহেশতী, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। (৪৩) আর তাদের

نَزَعْنَا مَا فِيْ صُدُوْرِهِمْ مِّنْ غِلٍّ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهِمُ الْاَنْهٰرُ ۚ وَقَالُوا الْحَمْدُ

নাযা'না- মা- ফী ছুদূরিহিম্ মিন্ গিল্লিন্ তাজ্ রী মিন্ তাহ্তিহিমুল্ আন্হা-রু, অক্ব-লুল্ হামদু

অন্তর হতে সকল দুঃখ দূর করব, তাদের পাশ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হবে, আর তারা বলবে, সকল প্রশংসা একমাত্র

لِلّٰهِ الَّذِيْ هَدٰىنَا لِهٰذَا ۠ وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَآ اَنْ هَدٰىنَا اللّٰهُ ۚ لَقَدْ

লিল্লা-হিল্লাযী হাদা-না- লিহা-যা- অমা- কুন্না- লিনাহ্তাদিয়া লাওলা ~ আন্ হাদা-নাল্লা-হু লাক্বাদ্

আল্লাহ্রই, যিনি এর পথ দেখালেন, আল্লাহ যদি পথ না দেখাতেন, তবে আমরা কখনও এ পথ পেতাম না। আমাদের

جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ ۭ وَنُوْدُوْٓا اَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ اُوْرِثْتُمُوْهَا بِمَا كُنْتُمْ

জ্বা — য়াত্ রুসুলু রব্বিনা- বিল্হাক্ব.; অনূ দূ ~ আন্ তিল্কুমুল্ জ্বান্নাতু উরিছ্তুমূহা-বিমা-কুন্তুম্

রবের রাসূলরা সত্যবাণী নিয়ে এসেছিলেন, তাদেরকে বলা হবে, কৃতকর্মের জন্যই তোমাদেরকে এ জান্নাত প্রদান

تَعْمَلُوْنَ ﴿٤٤﴾ وَنَادٰٓى اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ اَصْحٰبَ النَّارِ اَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَ

তা'মালূন্। ৪৪। অনা-দা ~ আছ্হা-বুল্ জান্নাতি আছ্হা-বান্না-রি আন্ ক্বাদ্ অজ্বাদ্না- মা- অ

করা হল। (৪৪) জান্নাতবাসীরা জাহান্নামীদেরকে ডেকে বলবে, আমাদের রব যে প্রতিশ্রুতি আমাদেরকে দিয়েছিলেন,

عَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُّمْ مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا ۭ قَالُوْا نَعَمْ ۚ فَاَذَّنَ مُؤَذِّنٌ

'আদানা-রব্বুনা- হাক্বক্বান্ ফাহাল্ অজ্বাত্তুম্ মা- অ'আদা রব্বুকুম্ হাক্ব-ক্বা-; ক্ব-লূ না'আম্, ফাআয্যানা মুয়ায্যিনুম্

আমরা তার সবই বাস্তবে পেয়েছি। তোমরা কি তোমাদের রবের ওয়াদা সত্য পেয়েছ ? তারা বলবে, হাঁ, ঘোষক ঘোষণা

بَيْنَهُمْ اَنْ لَّعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الظّٰلِمِيْنَ ﴿٤٥﴾ الَّذِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ

বাইনাহুম্ আল্লা'নাতুল্লা-হি 'আলাজ্জোয়া-লিমীন্। ৪৫। আল্লাযীনা ইয়াছুদ্দূনা 'আন্ সাবীলিল্লা-হি অ

দেবে যে, জালিমদের উপর আল্লাহর লানত। (৪৫) যারা আল্লাহর পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করত এবং তাতে বক্রতা অনুসন্ধান

يَبْغُوْنَهَا عِوَجًا ۚ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ كٰفِرُوْنَ ﴿٤٦﴾ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ ۚ وَعَلَى الْاَعْرَافِ

ইয়াব্গূনাহা- ই'ওয়াজ্বান্ অহুম্ বিল্আ-খিরাতি কা-ফিরূন্। ৪৬। অবাইনাহুমা- হিজ্বা-বুন্ অ 'আলাল্ আ'রা-ফি

করত তারাই পরকালকে অবিশ্বাস করত। (৪৬) উভয়ের (জান্নাত ও জাহান্নামের) মাঝে আছে প্রাচীর, আর আ'রাফের

رِجَالٌ يَّعْرِفُوْنَ كُلًّا ۢ بِسِيْمٰىهُمْ ۚ وَنَادَوْا اَصْحٰبَ الْجَنَّةِ اَنْ سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ ۣ لَمْ

রিজ্বা-লুঁই ইয়া'রিফূনা কুল্লাম্ বিসীমা-হুম অনা-দাও আছ্হা-বাল্ জ্বান্নাতি আন্ সালা-মুন্ 'আলাইকুম লাম্

উপর থাকবে কিছু লোক, যারা প্রত্যেককে তার লক্ষ্যণ দ্বারা চিনবে এবং জান্নাতীদের ডেকে বলবে, শান্তি বর্ষিত হোক তোমাদের

তিন চতুর্থাংশ •

ওয়াকুফে গুফরান

يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ (৪৭) وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحٰبِ النَّارِ

ইয়াদ্‌খুলূহা-অহুম্ ইয়াত্ব্‌মা'ঊন্। ৪৭। অ ইযা-ছুরিফাত্ আব্‌ছোয়া-রুহুম্ তিল্‌কা — য়া আছ্‌হা-বিন্ না-রি
উপর, তখনও তারা জান্নাতে প্রবেশ করেনি তবে তারা আশা করে। (৪৭) অগ্নিবাসীদের প্রতি তাদের দৃষ্টি ফিরিয়ে

قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِينَ (৪৮) وَنَادٰى أَصْحٰبُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا

ع ৫ ৮ ১২ রুকু

ক্বা-লূ রব্বানা- লা-তাজ্‌'আল্‌না- মা'আল্ ক্বাওমিজ্জোয়া-লিমীন্। ৪৮। অনা-দা ~ আছ্‌হা-বুল্ ' আ'রা-ফি রিজ্বা-লাইঁ
দিলে তারা বলবে, হে আমাদের রব! আমাদিগকে এ জালিমদের সাথী করো না। (৪৮) 'আ'রাফবাসীরা লক্ষণ দিয়ে

يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمٰهُمْ قَالُوا مَا أَغْنٰى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ

ইয়া'রিফূনাহুম্ বিসীমা-হুম্ ক্বা-লূ মা ~ আগ্‌না- 'আন্‌কুম্ জ্বাম্'উকুম্ অমা-কুন্‌তুম্ তাস্‌তাক্‌বিরূন্।
যাদেরকে চিনতে সে সব ব্যক্তিদের বলবে, তোমাদের দল ও অহংকার তোমাদের কোন কাজেই আসল না।

(৪৯) أَهٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللّٰهُ بِرَحْمَةٍ ۚ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ

৪৯। আ হা ~ উলা — য়িল্লাযীনা আক্ব্‌সাম্‌তুম্ লা-ইয়ানা-লুহুমুল্লা-হু বিরহ্‌মাহ্; উদ্‌খুলুল্ জ্বান্নাতা লা-খাওফুন্
(৪৯) এরাই কি তারা, যাদের ব্যাপারে তোমারা শপথ করে বলতে যে, আল্লাহ এদের প্রতি রহম করবে না; তোমরা জান্নাতে

عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ (৫০) وَنَادٰى أَصْحٰبُ النَّارِ أَصْحٰبَ الْجَنَّةِ أَنْ

'আলাইকুম্ অলা ~ আন্‌তুম্ তাহ্‌যানূন্। ৫০। অনা-দা ~ আছ্‌হা-বুন্না-রি আছ্‌হা-বাল্ জ্বান্নাতি আন্
প্রবেশ কর; তোমাদের নাই কোন ভয় আর নাই কোন দুঃখ। (৫০) জাহান্নামীরা জান্নাতের অধিবাসীদের বলবে, আমাদের

أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ ۚ قَالُوا إِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى

আফীদ্বূ 'আলাইনা- মিনাল্ মা — য়ি আও মিম্মা- রাযাক্বাকুমুল্লা-হ্; ক্বা-লূ ~ ইন্নাল্লা-হা হার্‌রামাহুমা- 'আলাল্
উপর কিছু পানি ঢাল বা আল্লাহ্‌র দেয়া থেকে আমাদের কিছু দাও; তারা বলবে, আল্লাহ ও দুটো কাফেরদের উপর

الْكٰفِرِينَ (৫১) الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا ۚ

কা-ফিরীন্। ৫১। আল্লাযীনাত্ তাখাযূ দীনাহুম্ লাহ্‌ওয়াওঁ অলা'ইবাওঁ অগার্‌রাত্‌হুমুল্ হাইয়া-তুদ্দুন্‌ইয়া -
হারাম করেছেন। (৫১) যারা স্বীয় দ্বীন্‌কে খেল-তামাসারূপে গ্রহণ করেছে এবং পার্থিব জীবন যাদেরকে ধোঁকায় রেখেছে,

فَالْيَوْمَ نَنْسٰهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هٰذَا ۙ وَمَا كَانُوا بِاٰيٰتِنَا يَجْحَدُونَ

ফাল্‌ইয়াওমা নান্‌সা-হুম্ কামা-নাসূ লিক্বা — য়া ইয়াওমিহিম্ হা-যা- অমা কা-নূ বিআ-ইয়া-তিনা- ইয়াজ্‌হাদূন্।
আজ আমি তাদেরকে ভুলে যাব, যেমন তারা ভুলেছে এ দিনের সাক্ষাৎকে, আর আমার আয়াতকে অস্বীকার করত।

আয়াত-৪৯ ঃ এ বাক্যটি আ'রাফবাসীরা জান্নাতে অবস্থানরত হযরত বেলাল, সুহায়েব ও সালমান (রাঃ) প্রভৃতি দরিদ্র ও গোলাম শ্রেণীর মুসলমানদের প্রতি ইশারা করে দোযখবাসী কাফের সরদারদেরকে বলবে এবং এ কথোপকথন শেষে আ'রাফবাসীদের জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দেয়া হবে। (মুঃ কোঃ)

আয়াত-৫১ ঃ জান্নাতবাসীরা জান্নাতে এবং দোযখবাসীরা দোযখে নিজ নিজ ঠিকানায় পৌঁছে গেলে বাহ্যতঃ উভয় স্থানের মধ্যে সব দিক দিয়ে বিরাট ব্যবধান হবে। কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও কোরআন পাকের বহু আয়াত সাক্ষ্য দেয় যে, উভয় স্থানের মাঝখানে এমন কিছু রাস্তা থাকবে, যাতে একে অপরকে দেখতে পারবে এবং পরস্পরের মধ্যে কথা-বার্তা ও প্রশ্নোত্তর হবে। (মাঃ কোঃ)

﴿٥٢﴾ وَلَقَدْ جِئْنٰهُمْ بِكِتٰبٍ فَصَّلْنٰهُ عَلٰى عِلْمٍ هُدًى وَّرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ٭

৫২। অলাক্বাদ্ জ্বি'না-হুম্ বিকিতা-বিন্ ফাছ্‌ছোয়াল্‌না-হু 'আলা-'ইল্‌মিন্ হুদাওঁ অরহ্‌মাতাল লিক্বাওমিইঁ ইয়ু'মিনূন্।
(৫২) আর, অবশ্যই আমি তাদেরকে দিয়েছি এমন কিতাব যাতে হিদায়াত ও দয়ার জ্ঞান মু'মিনদের জন্য ব্যাখ্যা করেছি।

﴿٥٣﴾ هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّا تَاْوِيْلَهٗ ؕ يَوْمَ يَاْتِيْ تَاْوِيْلُهٗ يَقُوْلُ الَّذِيْنَ نَسُوْهُ مِنْ

৫৩। হাল্ ইয়ানজুরূনা ইল্লা- তা''ওয়ীলাহ্; ইয়াওমা ইয়া''তী তা''ওয়ীলুহূ ইয়াকূলুল্লাযীনা নাসূহু মিন্
(৫৩) তারা কি এর পরিণামের অপেক্ষায় রয়েছে ? যেদিন পরিণাম প্রকাশিত হবে সেদিন যারা পূর্বেকার কথা ভুলেছিল তারা

قَبْلُ قَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ ۚ فَهَلْ لَّنَا مِنْ شُفَعَآءَ فَيَشْفَعُوْا لَنَآ اَوْ نُرَدُّ

ক্বাব্‌লু ক্বাদ্ জ্বা —য়াত্ রুসুলু রব্বিনা- বিল্‌হাক্ব্; ফাহাল্ লানা-মিন্ শুফা'আ — য়া ফাইয়াশ্‌ফা'উ লানা ~ আও নুরাদ্দু
বলবে, আমাদের রবের রাসূলরা তো সত্য বাণী এনেছিলেন, কোন সুপারিশকারী কি আছে, যে সুপারিশ করবে অথবা ফিরে

فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِيْ كُنَّا نَعْمَلُ ؕ قَدْ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا

ফানা'মালা গাইরাল্লাযী কুন্না-না'মাল্; ক্বাদ্ খাসিরূ ~ আন্‌ফুসাহুম্ অদ্বোয়াল্লা 'আন্‌হুম্ মা-কা-নূ
৬ যেতে দেবে যেন কৃত আমলের বিপরীত কিছু করতে পারি? তারা নিজেরাই নিজেদের ক্ষতি করেছে এবং তারা যে মিথ্যা রটনা

ع ৬ يَفْتَرُوْنَ ﴿٥٤﴾ اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ

১৩ রুকু ইয়াফ্‌তারূন্। ৫৪। ইন্না রব্বাকুমুল্লা-হুল্লাযী খালাক্বাস্ সামা-ওয়া-তি অল্ আরদ্বোয়া ফী সিত্তাতি আইয়্যা-মিন্
করত তা আজ দূরে সরে গেছে। (৫৪) নিঃসন্দেহে তোমাদের রব আল্লাহ, যিনি ছয়দিনে আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেন;

ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ ۟ يُغْشِي الَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهٗ حَثِيْثًا ۙ وَّالشَّمْسَ

ছুম্মাস্ তাওয়া-'আলাল্ 'আর্‌শি ইয়ুগ্‌শিল্ লাইলান্ নাহা-রা ইয়াত্‌লুবুহূ হাছীছাওঁ অশ্‌শাম্‌সা
তারপর তিনি আরশে সমাসীন হন। তিনি দিন দিয়ে রাতকে ঢাকেন, যাতে একে অন্যকে দ্রুত অনুসরণ করে; আর সূর্য,

وَالْقَمَرَ وَالنُّجُوْمَ مُسَخَّرٰتٍۭ بِاَمْرِهٖ ؕ اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ ؕ تَبٰرَكَ اللّٰهُ

অল্‌ক্বামারা অন্‌নুজূমা মুসাখ্‌খারা-তিম্ বিআম্‌রিহ্; আলা-লাহুল্ খাল্‌কু অল্ আমর; তাবা-রাকাল্লা-হু
চন্দ্র ও তারকাসমূহ যা তাঁরই আদেশের অধীন। আল্লাহ মহিমান্বিত, সমগ্র বিশ্বের রব যা তাঁরই সৃষ্টি ও তাঁরই

رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٥٥﴾ اُدْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً ؕ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ٭

রব্বুল্ 'আ-লামীন্। ৫৫। উদ্'উ রব্বাকুম তাদ্বোয়াররু'আওঁ অখুফ্‌ইয়াহ্, ইন্নাহূ লা-ইয়ুহিব্বুল্ মু'তাদীন্।
আদেশের অনুবর্তী। (৫৫) তোমাদের রবকে ডাক সকাতরে এবং গোপনে। তিনি জালিমদের ভালবাসেন না।

টীকা ঃ আয়াত ৫২ঃ জান্নাতবাসীদের মর্যাদা এবং আ'রাফবাসীর কথোপকথন ইত্যাদির বর্ণনা গায়বী সংবাদের অন্তর্গত। যিনি গায়েব জানেন তাঁর সংবাদ ব্যতীত বিবেকের দ্বারা তা অবগত হওয়া সম্ভব নয়। গায়েবের মালিক 'আল্লাহর' নিজেরই এ সংবাদসমূহ বলে দেয়া মেহেরবানীস্বরূপ। মানুষ যেন নিজের পরিণাম সম্বন্ধে জানতে পারে এবং পরকালের সফলতা অর্জনের প্রতি আগ্রহী হয়ে যায়। তাই আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, হে লোক সকল। এ সমস্ত বাণীকে মূল্যহীন ভেবো না। কারণ, আমি তোমাদের নিকট এমন একটি কিতাব অর্থাৎ কোরআন মজীদ প্রেরণ করেছি যাতে ঐ সব কিছু বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছি। তাতে পরকালের এ সকল অবস্থাও বর্ণিত আছে যে, হাশরে অবিশ্বাসীরা হতভাগ্য ও তাদের অন্তর অন্ধ;

﴿٥٥﴾ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ

৫৬। অলা- তুফ্সিদূ ফিল্ আরদ্বি বা'দা ইছ্লা-হিহা- অদ্'উহু খাওফাওঁ অত্বোয়ামা'আ-; ইন্না
(৫৬) আর দুনিয়ায় তোমরা শান্তির পর অশান্তি সৃষ্টি করো না ভয় ও আশা নিয়ে তোমরা তাঁকে ডাক; নিশ্চয়ই

رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا

রহ্মাতাল্লা-হি ক্বারীবুম্ মিনাল্ মুহ্সিনীন্ ৫৭। অহুঅল্লাযী ইয়ুর্সিলুর্ রিয়া-হা বুশ্রাম্
আল্লাহর রহমত সৎকর্মশীলদের নিকটবর্তী। (৫৭) আর তিনিই স্বীয় রহমতের বৃষ্টি বর্ষণের পূর্বে বাতাসকে সুসংবাদদাতা

بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ۖ حَتَّىٰ إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَنْزَلْنَا

বাইনা ইয়াদাই রহ্মাতিহ্; হাত্তা ~ ইযা ~ আক্বাল্লাত্ সাহা-বান্ ছিক্বা-লান্ সুক্ব্না-হু লিবালাদিম্ মাইয়্যিতিন্ ফাআন্যাল্না-
হিসেবে প্রেরণ করেন; শেষে যখন তা ভারী মেঘ বহন করে আসে তখন ঐ মেঘমালাকে নির্জীব ভূখণ্ডের দিকে পাঠাই;

بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ ۚ كَذَٰلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ لَعَلَّكُمْ

বিহিল মা — য়া ফাআখ্ রাজ্না-বিহী মিন্ কুল্লিছ্ ছামারা-ত্; কাযা-লিকা নুখ্রিজুল মাওতা- লা'আল্লাকুম্
পরে তা হতে বৃষ্টি বর্ষণ করি; অতঃপর তা দিয়ে সর্বপ্রকার ফল ফলাই; এভাবে আমি মৃতকে জীবিত করে উঠাব, যেন তোমরা

تَذَكَّرُونَ ﴿٥٧﴾ وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ ۖ وَالَّذِي خَبُثَ

তাযাক্কারূন্। ৫৮। অল্ বালাদুত্ব্ ত্বোয়াইয়্যিবু ইয়াখ্রুজু নাবা-তুহূ বিইয্নি রব্বিহী অল্লাযী খাবুছা
তা থেকে উপদেশ গ্রহণ কর। (৫৮) আর রবের নির্দেশে উত্তম ভূমিতে ফসল উৎপন্ন হয় এবং নিকৃষ্ট ভূমিতে

لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا ۚ كَذَٰلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ ﴿٥٨﴾ لَقَدْ أَرْسَلْنَا ৭ ع ৫ ১৪ রুকু

লা-ইয়াখ্রুজু ইল্লা- নাকিদা-; কাযা-লিকা নুছোয়ার্রিফুল্ আ-ইয়া-তি লিক্বাওমিইঁ ইয়াশ্কুরূন্। ৫৯। লাক্বাদ্ আরসাল্না-
খুব কম ফসল উৎপন্ন হয়; নিশ্চয়ই আমি এভাবে কৃতজ্ঞদের জন্য আয়াত বর্ণনা করি। (৫৯) নূহ্‌কে তার কাওমের

نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۖ إِنِّي

নূহান্ ইলা-ক্বাওমিহী ফাক্ব-লা ইয়া-ক্বাওমি'বুদুল্লা-হা মা-লাকুম্ মিন্ ইলা-হিন গাইরুহ্ ; ইন্নী ~
নিকট প্রেরণ করেছি, তিনি বলেছেন, হে কাওম! আল্লাহর ইবাদাত কর, তিনি ছাড়া তোমাদের কোন ইলাহ্ নেই;

أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٥٩﴾ قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي

আখা-ফু 'আলাইকুম্ 'আযা-বা ইয়াওমিন্ 'আজীম্। ৬০। ক্ব-লাল্ মালাউ মিন্ ক্বাওমিহী ~ ইন্না-লানারা-কা ফী
আমি তোমাদের উপর কঠিন দিনের শাস্তির ভয় করি। (৬০) তাঁর কাওমের সর্দাররা বলল, আমরা তোমাকে স্পষ্ট

আর তাঁরাই ভাগ্যবান যার ওতে বিশ্বাস করে এবং এ কিতাবকে পথ প্রদর্শক ও রহমতের উপায় ভেবে তার কল্যাণের অংশীদার হয় এবং তার কোন অংশেই সন্দেহভাজন হয় না। অবিশ্বাসীদেরকে বহুবার বলা হয়েছে যে, ইহকালীন নেয়ামত ও আমোদ-প্রমোদ বর্জন করে তোমাদেরকে অন্য জগতে পাড়ি দিতে হবে। সেখানে আপন কৃত কর্মের পুরস্কার ও শাস্তি ভোগের জন্য মরণোত্তর পুনরায় জীবিত করা হবে। তখন হতভাগ্যদের ইহকালের নেয়ামতের পরিবর্তে কন্টক, শীতল পানির পরিবর্তে উষ্ণ পানি পান করানো হবে এবং শিখায়িত আগুনে তাদেরকে দগ্ধিভূত হতে হবে। কিন্তু তারা এর প্রতি ভ্রূক্ষেপও করে নি এবং আরও বলে যে, যখন ঐসব কিছু প্রত্যক্ষ করব তখনই মানব। আলোচ্য আয়াতে তাদের এ উক্তির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে ।

ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿٦١﴾ قَالَ يٰقَوْمِ لَيْسَ بِيْ ضَلٰلَةٌ وَّلٰكِنِّيْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ

দ্বোয়ালা-লিম্ মুবীন্।৬১। ক্বা-লা ইয়া-ক্বওমি লাইসা বী দ্বোয়ালা-লাতুওঁ অলা-কিন্নী রাসূলুম্ মির্ রব্বিল্ 'আ-লামীন্।
ভ্রান্তিতে দেখছি। (৬১) বললেন, হে আমার কাওম! আমি বিপথে নই, আমি তো বিশ্ব- প্রতিপালকের রাসূল।

﴿٦٢﴾ اُبَلِّغُكُمْ رِسٰلٰتِ رَبِّيْ وَاَنْصَحُ لَكُمْ وَاَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٦٣﴾ اَوَ

৬২। উবাল্লিগুকুম্ রিসা-লা-তি রব্বী অ আন্‌ছোয়াহু লাকুম্ অআ'লামু মিনাল্লা-হি মা-লা-তা'-লামূন্। ৬৩। আঅ
(৬২) আমি রবের বাণী পৌছাই ও সদুপদেশ দেই, এবং আমি আল্লাহর পক্ষ হতে যা জানি, তোমরা তা জান না। (৬৩) তোমরা

عَجِبْتُمْ اَنْ جَآءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَلٰى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ

'আজিব্‌তুম্ আন্ জ্বা — য়াকুম্ যিক্‌রুম্ মির্ রব্বিকুম্ 'আলা-রাজুলিম্ মিনকুম্ লিইয়ুন্‌যিরাকুম্
কি বিস্মিত হচ্ছ যে, রবের পক্ষ হতে তোমাদের একজনের মাধ্যমে তোমাদের কাছে উপদেশ এসেছে? যেন সতর্ক করেন

وَلِتَتَّقُوْا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ﴿٦٤﴾ فَكَذَّبُوْهُ فَاَنْجَيْنٰهُ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ فِى الْفُلْكِ

অলিতাত্তাক্বূ অলা'আল্লাকুম্ তুরহামূন। ৬৪। ফাকায্‌যাবূহু ফাআন্‌জ্বাইনা-হু অল্লাযীনা মা'আহূ ফিল্‌ফুল্‌কি
আর তোমরা সতর্ক হও এবং রহমত পাও। (৬৪) তারা তাঁকে মিথ্যাবাদী বলে, আমি তখন তাঁকে এবং তাঁর নৌকার

৮ ع ৬ ১৫ রুকু

وَاَغْرَقْنَا الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا ؕ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا عَمِيْنَ ﴿٦٥﴾ وَاِلٰى عَادٍ

অআগ্‌রাক্ব্‌নাল্ লাযীনা কায্‌যাবূ বিআ-ইয়া-তিনা-; ইন্নাহুম্ কা-নূ ক্বাওমান্ 'আমীন্। ৬৫। অইলা- 'আ-দিন্
সঙ্গীদের উদ্ধার করি আর যারা অস্বীকার করেছিল আমার আয়াতকে, তাদেরকে ডুবিয়েছি, তারা ছিল অন্ধ জাতি। (৬৫) আমি আদ

اَخَاهُمْ هُوْدًا ؕ قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ؕ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ

আখা-হুম্ হূদা-; ক্বা-লা ইয়া-ক্বওমি'বুদুল্লা-হা মা- লাকুম্ মিন্ ইলা-হিন্ গাইরুহু; আফালা-তাত্তাক্বূন্।
জাতির কাছে তাদের ভাই হূদকে পাঠালাম, তিনি বললেন, হে কওম আল্লাহ্‌র ইবাদাত কর, তিনি ছাড়া ইলাহ্ নেই; সুতরাং তোমরা কি সতর্ক হবে না?

﴿٦٦﴾ قَالَ الْمَلَاُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖۤ اِنَّا لَنَرٰىكَ فِيْ سَفَاهَةٍ وَّاِنَّا لَنَظُنُّكَ

৬৬। ক্বা-লাল্ মালাউল্লাযীনা কাফারূ মিন্ কওমিহী ~ ইন্না-লানারা-কা ফী সাফা-হাতিওঁ অইন্না-লানাজুন্নুকা
(৬৬) তাঁর কাওমের কাফের প্রধানরা বলল, আমরা তোমাকে নির্বোধ দেখছি এবং নিশ্চয়ই তোমাকে আমরা

مِنَ الْكٰذِبِيْنَ ﴿٦٧﴾ قَالَ يٰقَوْمِ لَيْسَ بِيْ سَفَاهَةٌ وَّلٰكِنِّيْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ

মিনাল্ কা-যিবীন্।৬৭। ক্বা-লা ইয়া-ক্বওমি লাইসা বী সাফা-হাতুওঁ অলা-কিন্নী রাসূলুম্ মির্ রব্বিল্ 'আ-লামীন্।
মিথ্যাবাদী মনে করি। (৬৭) সে বলল, হে আমার কাওম! আমি নির্বোধ নই বরং আমি একজন রাসূল বিশ্ব-রবের।

আয়াত-৬৫ ঃ হযরত হূদ (আঃ) ছিলেন আ'দ জাতিরই একজন। আল্লাহ্ তাআ'লা তাকে আ'দ জাতির নিকট নবী করে পাঠান। আ'দ সম্প্রদায়ের তেরটি পরিবার ছিল। আম্মান হতে শুরু করে হাযরামাওত ও ইয়ামেন পর্যন্ত তাদের বসতি ছিল। তাদের ক্ষেত-খামারগুলো অত্যন্ত সজীব ও শস্য-শ্যামল ছিল। সব রকম বাগান ছিল। তারা হযরত হূদ (আঃ) এর দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করায় আল্লাহ পাক তাদের উপর আযাব নাযিল করেন। প্রথমতঃ তিন বছর পর্যন্ত উপর্যুপরি বৃষ্টি বন্ধ থাকে। তাদের শস্যক্ষেত্র শুষ্ক বালুকাময় মরুভূমিতে পরিণত হয়। অতঃপর আট দিন সাত রাত পর্যন্ত তাদের উপর প্রবল ঘূর্ণিঝড়ের আযাব বইতে থাকে। মানুষ ও জীব-জন্তু শূন্যে উড়তে থাকে। এভাবে আ'দ জাতিকে সমূলে ধ্বংস করে দেয়া হয়। (মাঃ কোঃ)

﴿٦٧﴾ أُبَلِّغُكُمْ رِسٰلٰتِ رَبِّىْ وَاَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ اَمِيْنٌ ﴿٦٨﴾ اَوَعَجِبْتُمْ اَنْ جَآءَكُمْ

৬৮। উবাল্লিগুকুম্ রিসা-লাতি রব্বী অ আনা লাকুম্ না-ছিহুন্ আমীন্। ৬৯। আঅ'আজ্বিবতুম্ আন্ জ্বা — য়াকুম্
(৬৮) আমি রবের বাণী তোমাদের কাছে পৌছাই, আমি বিশ্বস্ত উপদেশদানকারী। (৬৯) তোমরা কি আশ্চর্য হচ্ছ যে, তোমাদের

ذِكْرٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَلٰى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ ؕ وَاذْكُرُوْٓا اِذْ جَعَلَكُمْ

যিক্রুম্ মির্ রব্বিকুম্ 'আলা-রাজুলিম্ মিন্কুম্ লিইয়ুন্যিরাকুম্; অয্কুরূ ~ ইয্ জ্বা'আলাকুম্
কাছে তোমাদের একজনের মাধ্যমে রবের তরফ থেকে সতর্ক করণার্থে উপদেশ এসেছে? আর স্মরণ কর, তিনি তোমাদেরকে

خُلَفَآءَ مِنْۢ بَعْدِ قَوْمِ نُوْحٍ وَّزَادَكُمْ فِى الْخَلْقِ بَصْۜطَةً ۚ فَاذْكُرُوْٓا اٰلَآءَ اللّٰهِ

খুলাফা — য়া মিম্ বা'দ্বি ক্বওমি নূহিওঁ অযা-দাকুম্ ফিল্ খাল্ক্বি বাছ্‌ত্বোয়াতান্ ফায্কুরূ ~ আ-লা — য়াল্লা-হি
নূহ্ জাতির পরে তাদের স্থলাভিষিক্ত করেছেন এবং স্বাস্থ্যবান করেছেন. অতএব তোমরা আল্লাহ্‌র নিয়ামত স্মরণ রাখ,

لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿٦٩﴾ قَالُوْٓا اَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللّٰهَ وَحْدَهٗ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ

লা'আল্লাকুম্ তুফ্লিহূন্। ৭০। ক্ব-লূ ~ আজ্বি''তানা-লিনা'বুদাল্লা-হা অহ্‌দাহূ অ নাযারা মা- কা-না ইয়া'বুদু
যেন সফলকাম হও। (৭০) তারা বলল, তুমি কি এসেছ, যেন আমরা আল্লাহ্‌র ইবাদাত করি আর বাপ-দাদারা যার

اٰبَآؤُنَا ۚ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿٧٠﴾ قَالَ قَدْ وَقَعَ

আ-বা — উনা-; ফা'তিনা- বিমা- তা'ইদুনা ~ ইন্ কুন্তা মিনাছ্ ছোয়া-দিক্বীন্। ৭১। ক্ব-লা ক্বদ্ অক্বা'আ
এবাদাত করত তা ছেড়ে দেই? সত্যবাদী হলে যার ভয় দেখাচ্ছ তা নিয়ে আস্। (৭১) তিনি বললেন, রবের শাস্তি

عَلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ رِجْسٌ وَّغَضَبٌ ؕ اَتُجَادِلُوْنَنِىْ فِىْٓ اَسْمَآءٍ سَمَّيْتُمُوْهَآ

'আলাইকুম্ মির্ রব্বিকুম্ রিজ্‌সুওঁ অগাদ্বোয়াব্; আতুজ্বা-দিলূনানী ফী ~ আস্মা — য়িন্ সাম্মাইতুমূহা ~
ও ক্রোধ তোমাদের উপর পতিত, তবে কি তোমরা আমার সঙ্গে এমন বিষয় নিয়ে তর্ক কর যা তোমাদের পিতৃপুরুষরা

اَنْتُمْ وَاٰبَآؤُكُمْ مَّا نَزَّلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ ؕ فَانْتَظِرُوْٓا اِنِّىْ مَعَكُمْ مِّنَ

আন্তুম্ অ আ-বা — উকুম্ মা-নায্যালাল্লা-হু বিহা-মিন্ সুলত্বোয়া-ন্; ফান্তাজিরূ ~ ইন্নী মা'আকুম্ মিনাল্
রেখে গেছে, যে সম্বন্ধে আল্লাহ্ না কোন সনদ পাঠিয়েছেন? সুতরাং প্রতীক্ষা কর, আমিও তোমাদের সাথে প্রতীক্ষা

الْمُنْتَظِرِيْنَ ﴿٧١﴾ فَاَنْجَيْنٰهُ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا

মুন্তাজিরীন্। ৭২। ফাআন্জ্বাইনা-হু অল্লাযীনা মা'আহূ বিরহ্‌মাতিম্ মিন্না-অক্বাত্বোয়া'না- দা-বিরাল্লাযীনা কায্যাবূ
করছি। (৭২) অবশেষে তাঁকে ও তাঁর সঙ্গীদেরকে স্বীয় অনুগ্রহে রক্ষা করেছি, আর যারা আমার আয়াতকে অস্বীকার করেছে

আয়াত-৬৮ ঃ সত্যিকারের হিতৈষী এ জন্যই যে, তৌহীদ ও ঈমানের মধ্যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তোমাদেরই কল্যাণ রয়েছে, যা তিনি তোমাদেরকে নিঃস্বার্থভাবে শিক্ষা দিচ্ছেন। কাফেররা হযরত হুদ (আঃ)-এর নবুওয়াত এ জন্যই অস্বীকার করত যে, তাদের বিশ্বাস ছিল মানুষ কখনও নবী হতে পারে না। হযরত হুদ (আঃ) তাদের এ ধারণা রদ কল্পে বলেছেন, তোমরা এতে বিস্ময়বোধ কর না যে, তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে কোন ঐশী-বাণী সমাগত হয়েছে একজন মানুষের মাধ্যমে, যেন তিনি তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র আযাব হতে ভয় প্রদর্শন করেন, কারণ এটা কোন আশ্চর্যের বিষয় নয়। মানুষ হওয়া নবী হওয়ার খেলাপ কখনও নয়।

৯ ع ৮ ১৬ রুকু

بِاٰيٰتِنَا وَمَا كَانُوْا مُؤْمِنِيْنَ ﴿٧٣﴾ وَاِلٰى ثَمُوْدَ اَخَاهُمْ صٰلِحًا ۘ قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا

বিআ-ইয়া-তিনা- অমা-কা-নূ মু''মিনীন্। ৭৩। অইলা-ছামূদা আখা-হুম্ ছোয়া-লিহা-। ক্ব-লা ইয়া-ক্বওমি'বুদু

এবং মুমিন ছিল না তাদেরকে উৎখাত করেছি (৭৩) আর সামূদ জাতির কাছে পাঠিয়েছি সালেহকে, তিনি বললেন, হে কাওম!

اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ؕ قَدْ جَآءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ ؕ هٰذِهٖ نَاقَةُ اللّٰهِ

ল্লা-হা মা-লাকুম্ মিন্ ইলা-হিন্ গাইরুহূ; ক্বদ্ জ্বা — য়াত্কুম্ বাইয়্যিনাতুম্ মির্ রব্বিকুম্; হা-যিহী না-ক্বাতুল্লা-হি

আল্লাহ্র ইবাদাত কর, তিনি ছাড়া ইলাহ্ নাই, রবের পক্ষ হতে তোমাদের কাছে স্পষ্ট আয়াত এসেছে, এটা আল্লাহ্র উষ্ট্রী,

لَكُمْ اٰيَةً فَذَرُوْهَا تَاْكُلْ فِيْۤ اَرْضِ اللّٰهِ وَلَا تَمَسُّوْهَا بِسُوْٓءٍ فَيَاْخُذَكُمْ

লাকুম্ আ-ইয়াতান্ ফাযারূহা-তা''কুল্ ফী ~ আর্দ্বিল্লা-হি অলা- তামাস্সূহা-বিস্সূ — য়িন্ ফাইয়া''খুযাকুম্

তোমাদের জন্য নিদর্শন; আল্লাহ্র যমীনে ছেড়ে দাও যেন খেয়ে বেড়ায়, কুমতলবে স্পর্শ কর না, করলে তোমাদেরকে

عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٧٤﴾ وَاذْكُرُوْۤا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنْۢ بَعْدِ عَادٍ وَّبَوَّاَكُمْ فِي

'আযা-বুন্ আলীম্। ৭৪। অয্কুরূ ~ ইয্ জ্বা'আলাকুম্ খুলাফা — য়া মিম্ বা'দি 'আ-দিওঁ অ বাওয়্যায়াকুম্ ফিল্

মর্মন্তুদ শাস্তি পেতে হবে। (৭৪) আর স্মরণ কর 'আদ জাতির পর তোমাদেরকে তিনি তাদের স্থালাভিষিক্ত করেছেন, দুনিয়ার

الْاَرْضِ تَتَّخِذُوْنَ مِنْ سُهُوْلِهَا قُصُوْرًا وَّتَنْحِتُوْنَ الْجِبَالَ بُيُوْتًا ۚ فَاذْكُرُوْۤا

আর্দ্বি তাত্তাখিযূনা মিন্ সুহূলিহা-ক্ব্ছূরাওঁ অতান্হিতূনাল্ জ্বিবা-লা বুইয়ূতান্ ফায্কুরূ ~

বুকে আবাদ করেছেন, তোমরা মাটি দিয়ে প্রাসাদ নির্মাণ করেছ, পাহাড় কেটে বাসগৃহ নির্মাণ করেছ। অতএব তোমরা

اٰلَآءَ اللّٰهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ ﴿٧٥﴾ قَالَ الْمَلَاُ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا

আ-লা — য়াল্লা-হি অলা-তা'ছাও ফিল্ আর্দ্বি মুফ্সিদীন্। ৭৫। ক্বা-লাল্ মালাউল্ লাযীনাস্ তাক্বারূ

আল্লাহ্র নিয়ামত স্মরণ কর, যমীনে বিপর্যয় সৃষ্টি কর না। (৭৫) তার দলের অহংকারী সর্দাররা তাদের কাওমের সব

مِنْ قَوْمِهٖ لِلَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا لِمَنْ اٰمَنَ مِنْهُمْ اَتَعْلَمُوْنَ اَنَّ صٰلِحًا مُّرْسَلٌ

মিন্ ক্বওমিহী লিল্লাযীনাস্ তুদ্ব'ইফূ লিমান্ আ-মানা মিন্ হুম্ আতা'লামূনা আন্না ছোয়া-লিহাম্ মুরসালুম্

দরিদ্র লোকদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছিল,তাদেরকে বলল, তোমরা কি জান যে, সালেহ তার রবের প্রেরিত? তারা

مِّنْ رَّبِّهٖ ؕ قَالُوْۤا اِنَّا بِمَاۤ اُرْسِلَ بِهٖ مُؤْمِنُوْنَ ﴿٧٦﴾ قَالَ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْۤا اِنَّا

মির্ রব্বিহ্; ক্বা-লূ ~ ইন্না- বিমা ~ উর্সিলা বিহী- মু'মিনূন্। ৭৬। ক্ব-লাল্লাযীনাস্ তাক্বারূ ~ ইন্না-

বলল, যা নিয়ে সে প্রেরিত, আমরা তাঁর প্রতি ঈমান এনেছি। (৭৬) অহংকারীরা বলল, যার প্রতি তোমরা ঈমান

আয়াত-৭৪ ঃ আলোচ্য আয়াতসমূহ হতে কতিপয় মৌলিক ও শাখাগত মাসআলা জানা যায়। এক ঃ দ্বীনের মূল বিশ্বাসসমূহে সব পয়গাম্বরেরই একমত। সকল পয়গম্বরেরই দাওয়াত ছিল এক আল্লাহর ইবাদত করা এবং এর বিরোধীতা করার কারণে ইহকাল ও পরকালের শাস্তির ভয় প্রদর্শন করা। দুই ঃ পূর্ববর্তী উম্মতদের ইতিহাস হতে জানা যায় যে, গোত্রের অধিকাংশ বিত্তশালী ও প্রধানরা পয়গাম্বরদের দাওয়াত প্রত্যাখান করেছে ফলে তারা ইহকালেও ধ্বংস হয়েছে এবং পরকালেও শাস্তির যোগ্য হয়েছে। তিন ঃ আল্লাহর নেয়া'মতসমূহ দুনিয়াতে কাফেরদেরকেও দান করা হয়। চার ঃ সুউচ্চ প্রাসাদ ও বৃহদাকার অট্টালিকা নির্মাণ করাও আল্লাহর নেয়া'মত ও বৈধ। (মাঃ কোঃ)

بِالَّذِىٓ اٰمَنْتُمْ بِهٖ كٰفِرُوْنَ ﴿٧٧﴾ فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ اَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوْا

বিল্লাযী ~ আ-মান্তুম্ বিহী ক্বা-ফিরূন্। ৭৭। ফা'আক্বারুন্ না-ক্বাতা অ'আতাও 'আন্ আম্রি রব্বিহিম্ অক্বা-লূ

এনেছ আমরা তার অমান্যকারী। (৭৭) অতঃপর তারা উষ্ট্রীটিকে হত্যা করল এবং রবের নির্দেশ অমান্য করে বলল,

يٰصٰلِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ اِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿٧٨﴾ فَاَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَاَصْبَحُوْا

ইয়া-ছোয়া-লিহু"তিনা-বিমা-তা'ইদুনা ~ ইন্ কুন্তা মিনাল্ মুর্সালীন্। ৭৮। ফাআখাযাত্হুমুর্ রাজ্ফাতু ফাআছ্বাহূ

হে সালেহ! তুমি রাসূল হয়ে থাকলে যার ভয় তুমি আমাদেরকে দেখাচ্ছ তা এনে দেখাও। (৭৮) অতঃপর তারা ভূমিকম্পে পতিত হয়,

فِىْ دَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ ﴿٧٩﴾ فَتَوَلّٰى عَنْهُمْ وَقَالَ يٰقَوْمِ لَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّىْ وَ

ফী দা-রিহিম্ জ্বা-ছিমীন্।৭৯। ফাতাঅল্লা 'আন্হুম্ অক্বা-লা ইয়া-ক্বওমি লাক্বাদ্ আব্লাগ্তুকুম্ রিসা-লাতা রব্বী অ

ফলে স্বীয় গৃহেই তারা উপুড় হয়ে পড়ে রইল। (৭৯) অতঃপর তিনি তাদের কাছ হতে ফিরে বললেন, হে জাতি! আমি রবের বাণী তোমাদের কাছে পৌঁছেয়েছি

نَصَحْتُ لَكُمْ وَلٰكِنْ لَّا تُحِبُّوْنَ النّٰصِحِيْنَ ﴿٨٠﴾ وَلُوْطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖٓ

নাছোয়াহ্তু লাকুম্ অলা-কিল্ লা-তুহিব্বূনান্ না-ছিহীন্। ৮০। অলূত্বোয়ান্ ইয্ ক্ব-লা লিক্বাওমিহী ~

'আর উপদেশ দিয়েছি, কিন্তু তোমরা উপদেশকারীদের ভাল জান না। (৮০) আর আমি লূতকেও পাঠিয়েছি। তিনি তার

اَتَاْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدٍ مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٨١﴾ اِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ

আতা"তূ নাল্ ফা-হিশাতা মা- সাবাক্বাকুম্ বিহা-মিন্ আহাদিম্ মিনাল্ 'আ-লামীন্। ৮১। ইন্নাকুম্ লাতা"তূনার্

কাওমকে বললেন, তোমরা কি এমন দুষ্কর্ম কর যা তোমাদের পূর্বে এ বিশ্বে কেউই করে নি। (৮১) তোমরা তো যৌন

الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُوْنِ النِّسَآءِ ۭ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُوْنَ ﴿٨٢﴾ وَمَا كَانَ

রিজ্বা-লা শাহ্অতাম্ মিন্ দূনিন্ নিসা —ই; বাল্ আন্তুম্ ক্বাওমুম্ মুস্রিফূন্। ৮২। অমা- কা-না

ক্ষুধা নিবারণের জন্য নারীর স্থলে পুরুষ গ্রহণ কর, তোমরা বড়ই সীমালংঘনকারী। (৮২) আর তাঁর সম্প্রদায়

جَوَابَ قَوْمِهٖٓ اِلَّآ اَنْ قَالُوْٓا اَخْرِجُوْهُمْ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ ۚ اِنَّهُمْ اُنَاسٌ يَّتَطَهَّرُوْنَ

জ্বাঅ-বা ক্বওমিহী ~ ইল্লা ~ আন্ ক্ব-লূ ~ আখ্রিজূহুম্ মিন্ ক্বর্ইয়াতিকুম্, ইন্নাহুম্ উনা-সুইঁ ইয়াতাত্বোয়াহ্হারূন্।

এ ছাড়া কোন উত্তরই দিতে পারল না যে, তাঁরা বলল, এদেরকে বের কর, তোমাদের এলাকা হতে। এরা পবিত্র লোক হতে চায়।

﴿٨٣﴾ فَاَنْجَيْنٰهُ وَاَهْلَهٗٓ اِلَّا امْرَاَتَهٗ ۖ كَانَتْ مِنَ الْغٰبِرِيْنَ ﴿٨٤﴾ وَاَمْطَرْنَا

৮৩। ফাআন্জ্বাইনা-হু অআহ্লাহূ ~ ইল্লাম্রায়াতাহূ কা-নাত্ মিনাল্ গা-বিরীন্। ৮৪। অআম্ত্বোয়ার্না

(৮৩) তাঁর স্ত্রী ছাড়া তাঁকে ও তাঁর পরিবারকে উদ্ধার করলাম, স্ত্রী ছিল ভ্রষ্টদের একজন। (৮৪) আমি তাদের উপর

আয়াত-৭৯ ঃ সালেহ (আঃ) তাঁর জাতির কাফেরদেরকে পূর্ব হতেই আযাবের ব্যাপারে সাবধান করেছিলেন। বৃহস্পতিবার ভোরে সালেহ (আঃ)-এর কথানুযায়ী সকলের মুখমণ্ডল গভীর হলুদ রঙ ধারণ করল। দ্বিতীয় দিন ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী সকলের মুখমণ্ডল লাল এবং তৃতীয় দিন ঘোর কাল হয়ে গেল। এ কাহিনী কোরআন পাকে বর্ণিত হয়েছে। (মাঃ কোঃ, কাঃ আঃ)

আয়াত-৮০ ঃ লূত (আঃ)-কে আল্লাহ তাআ'লা নবুয়্যত দান করে জর্দান ও বায়তুল মুকাদ্দাসের মধ্যবর্তী সামূদের অধিবাসীদের হেদায়েতের জন্য পাঠান। তারা আল্লাহর অজস্র নেয়া'মত লাভ করার পর সমকামিতার ন্যায় জঘন্য পাপে লিপ্ত হয়। এ কারণে আল্লাহর আদেশে জিবরাঈল (আঃ) তাদের গোটা শহরকে উল্টিয়ে দেন। আল্লাহর আযাব আসার পূর্বেই লূত (আঃ) ও তাঁর অনুসারীদেরকে দেশ ত্যাগের নির্দেশ দেন। (মাঃ কোঃ)

১০ ع ১২ ১৭ রুকু

عَلَيْهِم مَّطَرًا ۖ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ﴿٨٥﴾ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ

'আলাইহিম্ মাত্বোয়ারা-; ফানজুর্ কাইফা কা-না 'আ-ক্বিবাতুল্ মুজ্‌রিমীন্। ৮৫। অইলা-মাদ্ইয়ানা আখা-হুম্

পাথরের বৃষ্টি বর্ষণ করলাম, অপরাধীদের পরিণতি কেমন হয়েছিল। (৮৫) আর আমি মাদ্ইয়ান্‌বাসীদের কাছে তাদের

شُعَيْبًا ۗ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۖ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ

শু'আইবা-ক্ব-লা ইয়া-ক্বওমি'বুদুল্লা- হা মা- লাকুম্ মিন্ ইলা-হিন্ গাইরুহু; ক্বাদ্ জ্বা — য়াত্‌কুম্ বাইয়্যিনাতুম্

ভাই শুআইবকে পাঠাই। তিনি বললেন, হে কাওম্! আল্লাহর ইবাদাত কর, তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ্ নেই। রবের পক্ষ

مِّن رَّبِّكُمْ ۖ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا

মির্ রব্বিকুম্ ফাআওফুল্ কাইলা অল্ মীযা-না অলা-তাব্‌খাসুন্না-সা আশ্ইয়া — য়াহুম্ অলা-

হতে তোমাদের কাছে স্পষ্ট প্রমাণ এসেছে অতএব তোমরা মাপ ও ওজন যথাযথভাবে দেবে; মানুষকে তাদের প্রাপ্যের কম দেবে না;

تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٨٦﴾ وَلَا

তুফ্‌সিদূ ফিল্ আরদ্বি বা'দা ইছ্‌লা-হিহা-; যা-লিকুম্ খাইরুল্লাকুম্ ইন্ কুন্‌তুম্ মু''মিনীন্। ৮৬। অলা-

আর শান্তি স্থাপনের পর পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করও না; এটাই তোমাদের জন্য কল্যাণ, যদি তোমরা মু'মিন হও।

تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ

তাক্ব্'উদূ বিকুল্লি ছিরা-ত্বিন্ তূ'ইদূনা অতাছুদ্দূনা 'আন্ সাবীলিল্লা-হি মান্ আ-মানা বিহী

(৮৬) যারা বিশ্বাসী তাদেরকে ভয় প্রদর্শনের জন্য তোমরা পথে বসে থাকবে না। আর বাধা দেবে না আল্লাহ্‌র পথে, ওতে বক্রতা

وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا ۚ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ ۖ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ

অতাবগূনাহা-'ইওয়াজ্বান্ অয্‌কুরূ ~ ইয্ কুন্‌তুম্ ক্বলীলান্ ফাকাছ্‌ছারাকুম্ অন্‌জুরূ কাইফা কা-না

তালাস করবে না, এবং স্মরণ কর, যখন তোমরা সংখ্যায় অল্প ছিল, তিনি তোমাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করেছেন। লক্ষ্য কর,

عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ﴿٨٧﴾ وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ

'আ-ক্বিবাতুল্ মুফ্‌সিদীন্। ৮৭। অইন্ কা-না ত্বোয়া — য়িফাতুম্ মিন্‌কুম্ আ-মানূ বিল্লাযী ~ উর্‌সিল্‌তু বিহী-

দুষ্কৃতিকারীদের পরিণাম কেমন হয়েছে। (৮৭) আমাকে যা দিয়ে পাঠান হয়েছে, যদি তোমাদের একদল তার প্রতি ঈমান আনে

وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا ۚ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ *

অত্বোয়া — রিফাতুল্ লাম্ ইয়ু''মিনূ ফাছ্‌বিরূ হাত্তা-ইয়াহ্‌কুমাল্লা-হু বাইনানা-অহুঅ খাইরুল্ হা-কিমীন্।

এবং অন্য দল ঈমান না আনে; তবে ধৈর্য ধারণ কর, যে পর্যন্ত না আল্লাহ মীমাংসা করে দেন, তিনিই উত্তম মীমাংসাকারী।

আয়াত-৮৫ ঃ হযরত শোয়ায়েব (আঃ) যে সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরিত হয়েছিলেন। কোরআন পাকে কোথাও তাদেরকে আহলে মাদইয়ান এবং কোথাও আছহাবে আইকাহ বলা হয়েছে। অধিকাংশ তাফসীরবিদদের মতে আছহাবে মাদ ইয়ান' ও 'আছহাবে আইকাহ' পৃথক পৃথক জাতি। হযরত শোয়ায়েব (আঃ) প্রথমতঃ তাদের এক জাতির নিকট প্রেরিত হন। তারা ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর অপর জাতির নিকট প্রেরিত হন। আছহাবে আইকাহ ধ্বংস হয় এইভাবে যে, প্রথমে কয়েকদিন তাদের বস্তিতে ভীষণ গরম পড়ে। ফলে গোটা জাতি ছটফট করতে থাকে। অতঃপর নিকটস্থ একটি গভীর জঙ্গলের উপর গাঢ় মেঘমালা দেখা যায়, ফলে জঙ্গলে ছায়া পড়ে এবং শীতল বাতাস বইতে থাকে। ফলে সকলে সেদিকে ধাবিত হয়। তখন মেঘমালা হতে অগ্নি বৃষ্টি আরম্ভ হয় এবং নিচের দিক থেকে শুরু হয় ভূমিকম্প। ফলে সকলেই ধ্বংস হয়ে যায়। (মাঃ কোঃ)